রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৲, ডাক মাশুল ১৷০, যাণ্মাসিক ৪৷৵ ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷০, ডাক মাশুল ১৷০ টাকা প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ—৯ই আষাঢ়, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ২২এ জুন ১৮৭৬ সাল। } ১৯ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

——ঃ০ঃ——

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রী যুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটীতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

২। গ্রীষ্মকালীন পানিয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর সিদ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ॥৵০ প্যাকিং ৵

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিস্কের ক্ষীণতা উদারাধ্মান, বায়ু, উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৵

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদুনে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৸০ প্যাকিং ৵

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৸০ প্যাকিং ৵

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥০ প্যাকিং /১০

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক পুরতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৵ প্যাকিং /০

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নূতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ালি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৸ ঐ

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥০ ঐ /১০

কেশকন্দর্প তৈল।

১০। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল বলিষ্ট হইয়া কেশের স্থূলত্ব, কেশ বৃদ্ধি কারিতা, ও কেশের সুচিক্কণতা গুণ দর্শিবে। এমন কি, অকালে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তেল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইবেক। বিশেষতঃ, ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের হীনতা দূরীকৃত হইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবেক। মূল্য ৸০ প্যাকিং /১০

যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড

মূলধন ২০০০০ বিশ হাজার টাকা, প্রতি অংশ দশ টাকা।

১৮৬৬। ১০ আইনানুসারে, উক্ত কোম্পানী স্থাপিত ও রেজেষ্টরিকৃত হইয়াছে। কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায় এই যে, টাকা কর্জ্জ দিয়া শুদ গ্রহণ করা এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য২ যে কর্ম্ম করা অবশ্যক তাহা করা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কেহ কোম্পানির মুলধনের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যিনি যত অংশ লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাকে লিখিত পত্রের দ্বারা নাম নিবাসাদি সহ জ্ঞাত করিবেন। কোম্পানীর কার্য্য সম্বন্ধে যে কোন বিষয় কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি যশোর লোন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে আমার নিকট অথবা ঐ কোম্পানীর পক্ষে মেনেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন গুহ মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন
সেক্রেটরি লোন কোম্পানী
যশোর।

রোগ বিশেষে ব্যবস্থা।

মুল্য ১৷০

উজীর পুত্র চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রতি আট পেজ ফরমার
মুল্য

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব
৫৪ নং হাটখোলা
৫ নং শোভাবাজার রাজবাটী।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শাঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম।

আমরা বিলাত হইতে অতি উত্তম উত্তম মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম অর্থাৎ বিলাতি ছিপ, সুতা, হুইল, গট, বড়সি ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এবং কোঃ
৩২ নং ডেল হাউস এস্কয়ার দক্ষিণ
বন্দুকের দোকান।
কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান মায় ডাকমাশুল	
১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১।৵০
ঐ ঐ ঐ ২য় সংখ্যা	১৵
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব ১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ	১।।০

রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাক রোগের মহৌষধ

হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট	২৫
ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ ১০ শিশি বাক্স	

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহ নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ি

৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

নিম্নলিখিত রোগের অবধৌত মতের ঔষধ আমার নিকট পাওয়া যায়।

মুল্য ৪ মোড়া টাকায়।

১ মলবদ্ধ। ২ হাওয়াল দেল্। ৩ বমন। ৪ উদরী। ৫ পুরুষত্বহানি। ৬ অগ্নি মান্দ্য। ৭ প্রস্রাব জ্বালা। ৮ ধাতুক্ষয়। ৯ বহুমূত্র। ১০ সিত্র বা ধবল। ১১ হাপানি কাশী। ১২ আমাশয়। ১৩ এক কপালে মাথা ব্যথা। ১৪ পেটের দুর্গন্ধ। ১৫ ন্যাবা। ১৬ প্রমেহ। ১৭ বায়ু-গোল্ম। ১৮ মুখের দুর্গন্ধ। ১৯ রক্ত পিত্ত।

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫৪ নং হাট খোলা।

৫ নং সভাবাজার রাজবাটি

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত

আশা কানন কাব্য

প্রকাশিত হইয়াছে। মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০

রায়যন্ত্র ১৭ নং ভবাণী চরণ দত্তের লেন, ক্যানিং লাইব্রারি, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, সোমপ্রকাশ যন্ত্র, ভবানীপুর।

এবং এম, এল, মল্লিক এবং কোং এর দোকান ৩৭ নং গোয়ালো লেনে প্রাপ্তব্য।

জয় পাল।

ইতিহাস মূলক নাটক।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রারি; বিশ্বাস এণ্ড কোং; বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে; ঠনঠনিয়া, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, নং ৩৭, আলবার্ট প্রেস, চিনাবাজার, পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও অপরাপর স্থানে এবং গড় পার ডে নং ৭৯ গড় পার বান্ধব, পাঠ্য পুস্তকালয় অথবা আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা মাত্র।

শ্রীপ্রথম নাথ মিত্র।

নং ৫৯, গড় পার রোড, কলিকাতা।

নগ-নলিনী নাটক। মুল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল ৴০ এক আনা। উক্ত২ স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ডাক্তার ফকির চাঁদ বাবুর কৃত অব্যর্থ ঔষধ সকল।

১। যকৃত বৃদ্ধি ও জ্বর। ১৪ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ হয়। ২। শুদ্ধ যকৃত বৃদ্ধি ৭দিনে আরোগ্য লাভ হয়। ৩। উলাউঠা ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ রহিত হয়। নাড়ী গরম হয়।৪। দন্তশূল। দিবা মাত্র আরোগ্য হয়। ৫। খোস পাচড়া। ২ দিনে আরাম হয়।

৬। ঠুনকো। একে দিনেই ঐ

৭। পিলে জ্বর সাত দিনে ঐ

৮। শুদ্ধ পিলে। দশ দিনে ঐ

৯। মুখো মলম। পচা ঘা পাঁচ ছয় দিনে শুকিয়ে যায়। ১০। অম্ল শূল দুই পানেই তৎক্ষণাৎ আরাম হয়। ১১। পুরাতন ও মালেরিয়া জ্বর। সাত দিনে আরাম হয়।১২। রক্ত পিত্ত। দুই পানে রক্ত উঠা রহিত হয়। ১৩। অগ্নি মান্দ্য বা অক্ষুধা তিন দিনে ভাল হয়।১৪। গ্রহিণী। সাত দিনে ভাল হয়। ১৫। বমন। তৎক্ষণাৎ ভাল হয়।১৬। দাদ। তিন দিনে ভাল হয়। ১৭। আম বাত। এক দিনেই ভাল হয়। ১৮। পুরাতন ধাতু চালা। সাত দিনে ভাল হয়। হাটখোলার ৫৪নং ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত আছে মুল্য বোতল শিশির গায় লেখা আছে।

ডাক্তার শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫নং সভাবাজার রাজ বাটী।

কলিকাতা।

পাইকপাড়া নারসরি।

নিম্ন লিখিত এই সময়ের রোপন যোগ্য বীজ সকল অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহাদের প্রয়োজন হইবে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে ডাক যোগে রওনা করিব। ২০ প্রকারের দেশী সবজী মায় ৫। ৬ রকমের শাকের বীজ ॥১০ টাকা, ২৫ রকমের বাগান সাজাইবার ফুলের ছোট বড় ও মাজারি লতা ইত্যাদির বীজ ২॥০ টাকা। গত সন অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। নানা বর্ণের বরিশার ডবল জিনিয়া ফুলের বীজ ফি প্যাকেট ৵০ আনা ইহাদের জন্য পেকিং খরচা লাগিবে না।

আমেরিকা হইতে নানা প্রকারের সবজির ফুলে, তুলার ও তামাকের বীজ আগামী অষাঢ় মাসে পৌছিবে। যাঁহাদের এই সকল আবশ্যক হইবে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে উপযুক্ত সময়ে পাঠাইয়া দিব।

৩০ রকমের সবজির মায় ৫। ৬ রকমের কপির বীজ বিট পালন, মটর, সিম ইত্যাদি, পরিমান গত সন অপেক্ষা বেশি ৫ টাকা। ৩০ রকমের ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম পরিমান বেশী ২ টাকা সিখাইলেও তুলার বীজ অর্থাৎ লম্বা আঁসের তুলার ১॥ সের ছোট গল্ফ তুলার বীজ ১ সের নানা প্রকারের তামাকের বীজ ফি কাগজ ।০ আনা। ফল ও ফুল গাছ রোপনের সুময় উপস্থিত হইয়াছে। মূল্যের তালিকা আমার নিকট পাওয়া যায় যাহার যথার্থ গাছের আবশ্যক হইবে তাঁহাকে বিনা মূল্যে মাশুল দিয়া তালিকা পাঠাইয়া দিব।

৮ই জুন। } শ্রীনিত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় পাইকপাড়া নারসরি কলিকাতা।

উদাসীন প্রাপ্ত অব্যর্থ ঔষধ।

অম্ল পিত্ত রোগের মহৌষধ।

অম্ল পিত্তারী চূর্ণ।

ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ অম্লপিত্ত, অম্ল শূল, গুল্ম, উদরী, গ্রহিণী নানা প্রকার উদরাময় আরোগ্য হয়, সপ্তাহ সেবনে হৃদ কণ্ঠাদি যাতনার লাঘব হয়। প্রায় ৫।৬ শত লোক আরোগ্য হইয়াছে। মুল্য এক সপ্তা এক টাকা।

পাচক জল।

ইহাও সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগের মহৌষধ। বিশেষতঃ অসহ্য পীড়াদায়ক শূল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মুল্য এক সপ্তার ব্যবহার্য্য এক বোতল ॥০ আট আনা।

অজীর্ণ কুল কণ্টক।

এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ নষ্ট করে বিশেষতঃ শূল, আম শূল, গুল্ম, উদরী এবং কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু রোগ নিশ্চয় আরোগ্য করে। সহজ শরীরে সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধার বৃদ্ধি রাখে। মুল্য এক সপ্তা ১ টাকা।

বাত সংহারক তৈল।

এই তৈল নিয়মিত মর্দ্দনে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার বাত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগী পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে। মুল্য অর্দ্ধপোয়া এক শিশি ১ টাকা।

কুষ্ঠাদি তৈল।

এই তৈল দ্বারা কুষ্ঠ, ধবল, দূষিত নালি ঘা পাঁচড়া আরোগ হয়। মুল্য এক ছটাক ১ টাকা।

পুষ্টি বর্দ্ধক মোদক।

ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্ব হানি মস্তিষ্কের হীন বলতা নষ্ট হয়। মুল্য এক সপ্তা ১।০ টাকা।

এই সমস্ত ঔষধ যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি ভবানীপুর, চড়কডাঙ্গা শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাইবেন। নিয়মিত ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য না হইলে মুল্য ফেরৎ দেওয়া যাইবে

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীপুর।

মফঃস্বলের মুল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল রায় পূর্ণিয়া	১৭
" " দিগম্বর কানন গুই, মাগুরা	১০
মুন্সী হামিদ উদ্দিন মাহমুদ, ঝিনেদহ	১২
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, খাঁপুর, পতিরাম, দিনাজপুর	১০
" " যাদবানন্দ চক্রবর্ত্তি, বড়বাড়ি, রংপুর	১০
" " রাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর	১৫
" " উদয় চাঁদ মহতা, রংপুর	১০
" " প্রসন্ন কুমার দে, শ্রীহট্ট	৫
" " কামিনী কুমার ঘোষ, নয়াদুমকা	৫
" " বেনীমাধব বিশ্বাস, জলা পাহাড়	১০
" " দেবেন্দ্র নাথ সেন, বরিশাল	১০
" " ত্রিধারা চরণ ভট্ট, কৃষ্ণনগর,	১০
" " শংকর ঘোষ, দেবকগড়	১০
মেঃ সারকি দোলাই, সিলং	১০
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মিত্র, আরা	৫
" " গদাধর খাঁ, বহরমপুর	১১
" " তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আলাহাবাদ	১০
সোয়েদ সেখযাৎ হোসেন, গোহাটী	১।।০
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়ালপাড়া	১০
রাজপুরের কুটীর প্রধান দেওয়ান রাজপুর কুটী	৫০

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ৯ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।

মফস্বলা মিউনিসিপালিটি আইন।

মফস্বল মিউনিশিপ্যাল বিলে গবর্ণর জেনারেল সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এটি অশুভ সম্বাদ। এ সম্বাদটী অশুভ হইবার দুইটী কারণ আছে। যদি লর্ড লিটন এই আইনটি অগ্রাহ্য করিতেন তাহা হইলে প্রজাদিগের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইত। ক্যাম্বেল সাহেবের মফস্বল মিউনিশিপ্যালিটী আইন আমাদের প্রার্থনানুসারে লর্ড নর্থব্রুক অগ্রাহ্য করেন। আমরা উচ্চ শিক্ষা লইয়া লর্ড মেওর সঙ্গে বিবাদ করিয়া জয়ী হই এবং সেই বলে গবর্ণমেণ্ট কোন অন্যায় কার্য্য করিতে গেলে আমরা তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হই। যদি এবার আবার আমরা জয়ী হইতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের এই বলের বৃদ্ধি হইত। লর্ড লিটন আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের এই শক্তির বৃদ্ধি হইতে দিলেন না, আবার হয় ত এই নৈরাশ্য হইতে আলস্যও ঔদাস্য উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ভগ্নোদ্যম করিবে। আমাদের দ্বিতীয় অমঙ্গল এই যে এই আইনটী আমাদের পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে। এই অশুভ সম্বাদ দ্বারা বোধ হয় বাঙ্গলাবাসীর অনেকে দুঃখিত ও ভগ্নোৎসাহ হইবেন। কিন্তু এরূপ উৎসাহ ভঙ্গের নিমিত্ত আমরা লর্ড লিটন কি সার রিচার্ডকে দোষ দিতে পারি না। যখন বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় এই আইনটীর পাণ্ডুলিপি উপস্থিত ছিল তখন আমরা ইহা সংশোধন করার যত্ন করি না। ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য ইহার অনেক গুলি দোষ সংশোধনের যত্ন পান কিন্তু বঙ্গবাসীরা তাহাদের পোষকতা করেন না। তাহা হইলে হয় ত ব্যাবস্থাপকেরা ইহা সংশোধন করিতেন। কলিকাতা মিউনিশিপ্যাল আইন প্রথম যে আকারে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হয় পরে তাহার অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। মফস্বলের লোকে যত্ন করিলে তাহাদের আপত্তির প্রতি ব্যবস্থাপকেরা কখনই উপেক্ষা করিতেন না। আবার ইহা ব্যবস্থাপক সভা হইতে বিধিবদ্ধ হইলে যখন আমাদের চৈতন্য হইল তখনও আমরা উৎসাহ ও অন্তরের সঙ্গে ইহার প্রতিবাদ করি নাই। আমরা অকাল-নিদ্রা-ভঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় শরীরের আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ইহার বিপক্ষে দুই একটা কথা বলি। বহরমপুরে এসম্বন্ধে একটী সভার অনুষ্ঠান মাত্র হয় কিন্তু তাহারা ইহার অনুষ্ঠান মাত্র করিয়া ক্ষান্ত দেন। হাওড়ায় ইহার বিপক্ষে সভা হইবার কথা মাত্র হয়। ঢাকাতে যে সভা হয় তাহাতেও বেগবতী পদ্মার স্রোত উত্থিত হয় না। কলিকাতার উপনগরে দুইটী সভা হয়। ইহার শেষটীর যখন অনুষ্ঠান হয় তখন বোধ হয় গবর্ণর জেনারেল বিল্লে সম্মতি প্রদান করা স্থির করিয়াছেন। আবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা গবর্ণর জেনারেলের নিকট যে আবেদন করেন তাহাতে তাহারা ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রধান আপত্তি প্রদর্শন করিতে পারেন না। ঢাকার সভা ইহা লইয়া তর্ক করিতে গিয়া কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করেন যে আইনটী মন্দ হইতেছে না। এরূপ দুর্ব্বল আপত্তি করা অপেক্ষা না করা মঙ্গলের বিষয় ছিল। এরূপ দুর্ব্বল আপত্তি দ্বারা আমরা প্রকারান্তরে এই আইনের পোষকতা করিয়াছি। ইহাতে অনর্থক আমাদের উৎসাহ ও উদ্যোগের অপব্যয় হইয়াছে এবং অকারণ ভগ্নোৎসাহ হইতে হইয়াছে। এই আইনের প্রধান দোষ ইহার প্রকৃতিমূলক। ইংরাজ জাতির মধ্যে কোন রূপ কর বৃদ্ধি হইলে তাহারা তাহা অতিশয় নিপীড়ক মনে করেন। ইংরাজদিগের রাজ্য শাসনের উপর প্রচুর আধিপত্য আছে, গবর্ণমেণ্ট কেবল রাজস্ব লইয়া তাহাদের উপর উৎপাত করেন। তাহারা এই নিমিত্ত কর বৃদ্ধিকে অতিশয় কষ্টকর মনে করেন। যদি ইংলণ্ড আমেরিকাবাসী ইংরাজদিগের উপর কর স্থাপনের যত্ন না করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় আমেরিকা স্বাধীন হইত না। আমরা ইংরাজদিগের অপেক্ষা দরিদ্র সুতরাং আমাদের উপর কর বৃদ্ধি হইলে আমাদের আরো অধিক নিষ্পীড়ন সহ্য করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইংরাজদিগের গবর্ণমেণ্টের উপর আধিপত্যের অভাব নাই, তাহারা কেবল কর বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। আমাদের দুয়েরি অপ্রতুল। গবর্ণমেণ্ট যখন যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তখন আমাদের দুই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত এবং আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের উপর আধিপত্য না থাকিলে রাজস্ব সম্বন্ধে নিষ্পীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন। এই নিমিত্ত আমাদের অর্থের দিকে দৃষ্টি করার পূর্ব্বে আধিপত্যের দিকে দৃষ্টি করা উচিত। ইংরাজ জাতি ইহাই করিয়া বড় হইয়াছেন। তাহার যে এখন রাজস্ব সম্বন্ধে শাসন করেন তাহারও কারণ এই। আমাদের আরো বিবেচনা হয়, যদি গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন যে, আমরা একটী নূতন কর প্রদান করিলে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে একটী সামান্য স্বত্ব পরিত্যাগ করিবেন তবে তাহাতেও আমাদের সম্মত হওয়া উচিত। ইংরাজেরা গবর্ণমেণ্টের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনাদের সর্ব্বস্ব পণ করেন, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন। তাহারা এই রূপ পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা এরূপ সুন্দর শাসনাধীনে সুখে অবস্থিতি করিতেছেন। টেম্পেল সাহেবের মিউনিশিপ্যাল আইনের বিরুদ্ধে আমরা স্বত্ব ও কর এই উভয় সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু যাহারা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহারা করকে গুরুতর জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এটি যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। এই আইনে যে সমুদয় করের উল্লেখ হইরাছে পূর্ব্বাবধি তাহার অনেক কর প্রচলিত আছে, দুই একটা যে বৃদ্ধি হইয়াছে সে অতি সামান্য। কিন্তু ইহার প্রকৃতিতে বিস্তর দোষ আছে। মফস্বল মিউনিশিপ্যালিটির শাসন সমুদয় গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিরাছেন। আমরা যত্ন করিলে এই শাসনের কতকটা শিথিল করিতে পারিতাম। কলিকাতাবাসীরা এই শাসন শিথিল করিবার যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হন। কলিকাতায় ৪ লক্ষ লোকের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাহা মফস্বলে ছয় কোটী লোকের নিমিত্ত নিশ্চয় প্রদর্শন করিতেন। যাহা হউক আমাদের একটী সান্ত্বনার স্থল আছে। এই আইনটী একেবারে গুণশূন্য ও দোষপূর্ণ নহে। ইহাতে যে দোষ আছে তাহার তুল্য গুণ না থাকুক আমরা ইহা দ্বারা যে উপকৃত হইব তাহার কোন ভুল নাই। এই আইনে ইলেকটিব সিসটেম প্রচলিত হইল। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যাহা আপন ইচ্ছায় নির্ব্বাহ করিতেন এখন তাহা অন্ততঃ করদাতার প্রতিনিধির সঙ্গে ঐক্য হইয়া করিতে হইবে। পূর্ব্বে কমিশনারগণকে মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা পূর্ব্বক বহল বরতরফ করিতে পারিতেন এখন ইহারা স্বাধীন। যত দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব মিউনিশিপ্যালিটীর চেয়ার ম্যান থাকিবেন তত দিন কমিশনারেরা ভয়ে স্বাধীন ভাবে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন না। যত দিন কমিশনার ও গবর্ণমেণ্ট কমিশনারগণের কার্য্য উল্টাইতে পারিবেন তত দিন ইহাদের স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করা বৃথা। কিন্তু সকল মাজিষ্ট্রেট যে কমিসনারগণকে দাসের ন্যায় শাসন করেন এবং সকল কমিশনার যে মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তের পুত্তলিকা হইবেন এটী বলা নিতান্ত অন্যায়। আবার যে গবর্ণমেণ্ট সভ্যতার ভাণ করেন সে গবর্ণমেণ্ট কখনই সাধারণের মত পদে পদে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

কর সংক্রান্ত আইন।

লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর জমিদার ও প্রজার মধ্যে কর সম্বন্ধে বিপদভঞ্জন করিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার দোষ গুণ বিচারের নিমিত্ত তিনি যথা সাধ্য যত্ন করিতেছেন। বাঙ্গলায় যাহার কিছু সম্পত্তি আছে এবং যাহার মতামতের কিছু মাত্র ভারত্ব আছে তাহারই নিকট তাঁহার মিনিট প্রেরিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এরূপ কোন সুন্দর উপায় বাহির করিতে পারেন যাহাতে বাঙ্গলায় আবার পূর্ব্বের ন্যায় জমিদার ও প্রজায় সৌহৃদ্যতা হয় এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মকর্দ্দমার সংখ্যা কমিয়া যায় তাহা হইলে তিনি দেশের অশেষ মঙ্গল করিবেন। এই রূপ কোন উপায় আবিষ্কার করা টেম্পেল সাহেবের আন্তরিক ইচ্ছা। যখন পাবনার প্রজা-বিদ্রোহানল দেশ ব্যাপিয়া পড়ে তখনই তিনি বাঙ্গলার গবর্ণরের পদে আরূঢ় হন। তিনি পদারূঢ় হইয়া স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে বহির্গত হন। যেখানে তিনি গমন করেন সেইখানেই দেখেন যে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে মহা বিদ্বেষানল স্থানেং প্রজ্জ্বলিত। জমিদারেরা আসিয়া তাঁহার নিকট প্রজার বিপক্ষে এবং স্থানেং প্রজারা আসিয়া জমিদারের বিপক্ষে অভিযোগ করে। তিনি স্বচক্ষে দেখেন যে এই বিদ্বেষানলে জমিদার মাত্রে প্রায় নির্ধন ও ঋণ পাশে জড়ীভূত হইয়াছেন, আবার প্রজারাও নিরন্ন হইয়াছে। তিনি দেশের এই দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিয়া মনে কষ্ট পান এবং ইহা সংশোধন করিবার নিমিত্ত দৃঢ় সংকল্প করেন। তিনি জমিদার ও প্রজার মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ নিবারণের নিমিত্ত প্রজা বিদ্রোহ নিবারণ নামক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বিবাদের মূল ১০ আইন সংশোধন করিবার নিমিত্ত এই মিনিট লিখিয়াছেন। এই মিনিট ভ্রমশূন্য নহে, অপিচ মিনিট যেরূপ অসম্পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে বিবাদ শান্তি না হইয়া প্রত্যুত উহা বৃদ্ধি হইবে। ১৮৫৯ শালের ১০ আইন দ্বারা যে দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বোধ হয় এখন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইহাতে প্রজাকে সুখী করে নাই অথচ জমিদারের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ইহা বোধ হয় প্রজা ও জমিদার উভয়েই স্বীকার করিবেন। ইহা দ্বারা যে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী ধ্বংশোন্মুখ হইয়াছে তাহাও বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়া অবধি ইহা লইয়া দেশের মধ্যে অসংখ্য মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে এবং মকর্দ্দমা দ্বারা আইনের অনেক সংশোধন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখন জমিদারেরা ইচ্ছা করিলেই আর কর বৃদ্ধি করিতে পারেন না। হাইকোর্ট মধ্যবর্ত্তী ও কৃষি প্রজাকে এক দলে নিক্ষেপ করেন নাই। ১০ আইনে এসম্বন্ধে যে ভ্রম ছিল হাইকোর্ট তাহার অনেকটা সংশোধন করিয়াছেন। যদি আর কিছুদিন এই আইনের দ্বারা প্রজা ও জমিদারের বিবাদ নিষ্পত্তি হয় তাহা হইলে হয় ত এখন এই আইনের যে দোষ আছে, তাহা সংশোধিত হইবে। কিন্তু ১০ আইন সংশোধন হইতে এদেশের প্রায় সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ইহার অবশিষ্ট দোষ সংশোধন করিতে গেলে হয় ত দেশের একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে। এই নিমিত্ত সার রিচার্ড হয় ত রাজস্ব সম্বন্ধে কোন আইন প্রকটন করিবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়াছেন এবং এই নিমিত্ত এ দেশের অনেকে এই আইন হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং টেম্পেল সাহেব যে ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন সে অতিশয় গুরুতর। তিনি মুমূর্ষ প্রাণীর চিকিৎসার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। হইতে পারে তিনি বুদ্ধি কৌশলে ইহাকে পুনর্জীবিত ও সতেজ করিতে পারেন, আবার তাহার ভ্রমে হয় ত ইহার

বিনাশের সহায়তা হইতে পারে। টেম্পেল সাহেব যে গুরুতর ভার হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তিনি অবগত আছেন। তিনি এই নিমিত্ত তাঁহার অধীনস্থ সমুদয় লোকের মত গ্রহণ করিয়া এই আইন প্রকটনে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যত দূর ভাল বুঝিয়াছেন অথবা এ দেশীয়েরা তাহাকে এ সম্বন্ধে ভাল বুঝাইয়াছে তিনি এই মিনিট সেই রূপ লিখিয়াছেন। ইহার দোষ গুণ বিচারের নিমিত্ত তিনি ইহা সাধারণের মত গ্রহণ করিয়া ইহার সংশোধন করিবেন। সুতরাং টেম্পেল সাহেব নিজ হস্তের গুরুতর ভারের কতক অংশ তিনি প্রজার স্কন্ধে নিংক্ষেপ করিতেছেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে যদি কোন অনিষ্ট হয় প্রজাদিগের স্কন্ধে উহা নিংক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে হয়ত তিনি সাধারণের মত গ্রহণ করিতেছেন না। তিনি সকলের নিকট বোধ হয় সরল ভাবে তাহাদের মত চাহিতেছেন এবং সকলের সরল ভাবে ইহাতে মতামত প্রকাশ করা উচিত। টেম্পেল সাহেব সন্তুষ্ট হইবেন অতএব তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিতে হইবে এরূপ ভাবে যাহারা মত প্রকাশ করিবেন তাঁহারা হয় ত লেফটেনেন্ট গবর্নরকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া তাঁহাকে বিপদে নিংক্ষেপ করিবেন। তিনি এরূপ লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলে তাহার শেষ রক্ষা হইবেনা। তিনি ইহাতে লজ্জা পাইবেন সুতরাং যাহারা তাঁহাকে এই লজ্জায় নিংক্ষেপ করিবেন তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। এতদ্ভিন্ন সকলের দেশের হিতাহিত বিবেচনা করাকর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এ দেশে তিন শ্রেণী ভূমির অধিকারী আছে। যাহাতে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সৌহৃদ্যতা স্থাপিত হয় এবং কাহার প্রতি কেহ ইচ্ছা করিলেও অনিষ্ট করিতে না পারে এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। এ দেশে জমিদার, মধ্যবর্ত্তী এবং কৃষি প্রজা পরস্পর ইহাদের মধ্যে এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ যে ইহাদের কাহারও অনিষ্ট করিতে গেলে পরিণামে সকলেরই অনিষ্ট হইবে। সুতরাং জমিদারেরা যেন স্বার্থের দ্বারা অন্ধ হইয়া মধ্যবর্ত্তী প্রজার অনিষ্ট চেষ্টা না পান। আবার অপর দুই শ্রেণী প্রজা যেন এরূপ মনে না করেন যে জমিদারদিগকে উচ্ছিন্ন দিলে তাহারা সুখী হইবেন। টেম্পেল সাহেব যে মিনিট লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি মধ্য শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু মাত্র লিখেন নাই, আবার জমিদারদিগের দিকে টান দেখাইয়াছেন। যখন তিনি এই মিনিট লিখেন তখন বোধ হয় তাহার উপর জমিদারদিগের অধিক আধিপত্য ছিল, তিনি ইহাদিগকে দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী মনে করিতেন। তখন আর একটী ঘটনা হয়। পাবনা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের প্রজারা এত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে যে লেঃ গবর্নর এই জমিদারদিগের কথা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভা যে এ দেশের সকল শ্রেণীর মুখ পাত্র নহেন তাহা তিনি এখন বুঝিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ শুনিয়া তিনি যে মিনিট প্রস্তুত করেন, তাহা যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই তাহাও তাহাকে আর কাহার বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। তিনি জমিদারদিগকে বিশ্বাস করিলে অপর সকলের এ সম্বন্ধে মত গ্রহণ করিতেন না। আমাদের এখন উচিত তিনি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভা কর্ত্তৃক যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা সংশোধন করার চেষ্টা করা। তিনি সকলের নিকট গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ চাহিয়াছেন। আমাদের অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক ইহার উত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য। ব্যস্ত হইয়া অথবা অনবধানতা পূর্ব্বক ইহার উত্তর দিলে হয় ত আমরা শেষে আমাদের নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিব। টেম্পেল সাহেব যাহাদের নিকট মত চাহিয়াছেন আমরা তাহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি তাহারা চারিদিক বিবেচনা করিয়া, ভাল লোকের পরামর্শ লইয়া যাহাতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়, সকল শ্রেণী প্রজার স্বার্থ রক্ষা পায় এই রূপ মত প্রকাশ করিবেন। আমাদের ভ্রমে যদি দেশের কোন অনিষ্ট হয় তাহা হইলে আমাদের ইহ কাল পরকাল নষ্ট হইবে।

আমরা ময়মানসিংহের সুহৃদ নামক সম্বাদ পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে, বাবু অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সম্প্রতি একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র শীকার করিয়াছেন, আবার যশোহর হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে, নলডাঙ্গার অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজা প্রমথ নাথ রায় গ্রীষ্মাবকাশে বাটি যাইয়া দুইটি ব্যাঘ্র ও একটি ব্যাঘ্র শাবক শিকার করেন। এরূপ ঘটনা ইংরাজদিগের মধ্যে হইলে ইহা লইয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইত। সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা আগ্রহ সহকারে উহা প্রকাশ করিতেন, তার যোগে এই সম্বাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্রি হইত, শত শত লোক শিকারীদিগকে প্রশংসা করিয়া পত্রে লিখিতেন এবং শিকারীরা যদি অবিবাহিত হইতেন, তাহা হইলে অনূঢ়া ইংরেজ মহিলারা তাহাদের পাণি গ্রহণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেন, কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাঘ্র শিকারের বীরত্ব নাই এমন কথা কেহ বলেন না; তবে ভদ্র সমাজে ইহা লইয়া আন্দোলন হয় না ও ইহাকে আমরা তত প্রশংসার কার্য্য মনে করি না। যখন হিন্দু রাজারা ছিলেন, তখন শিকার একটী প্রধান আমোদ বলিয়া তাহারা গ্রাহ্য করিতেন, মুসলমান রাজারাও শিকারকে অনাদর করেন নাই, এখন ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজারাও শিকার করিয়া আপনাদিগকে আমোদিত করেন, এবং যে ইংরাজেরা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা প্রভৃতির আধার তাহারাও শিকার এত ভাল বাসেন যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে ভারতবর্ষে ব্যাঘ্র শুকর শিকার করিতে আইসেন, কিন্তু তথাচ বঙ্গ সমাজে শিকার কেন এত অনাদরের বিষয় তাহা আমরা জানি না। যে কারণেই এখান ইহার অনাদর হউক, দেশের মধ্যে যদি পুনর্ব্বার ইহার প্রচলন করা যায় তাহা হইলে যে দেশের বিস্তর মঙ্গল হইবে তাহা এখন অনেকে স্বীকার করেন। আমরা এই নিমিত্ত মাঝে মাঝে সুযোগ মত এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া থাকি। যখন ময়মানসিংহ হইতে "প্রমোদী" নামক শিকার সম্বন্ধীয় এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় তখন আমরা অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিয়া ছিলাম। যখন আমরা যে শিকারীর বীরত্বের বিষয় অবগত হই, তখনই উহা প্রকাশ করিয়া থাকি। ফল ইহাতে শিকারের প্রতি যত উৎসাহই প্রদান করুক, বঙ্গ সমাজ মধ্যে নাটক অভিনয়, নৃত্য গীত প্রভৃতি আমোদের ন্যায় শিকার প্রচলন হওয়া অসম্ভব। বাঙ্গলায় অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি শিকারের নিমিত্ত বিখ্যাত। নাটোরের রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ, দিগাপাতিয়ার রাজা প্রমথ নাথ, পাবনার বাবু বিজয় গোবিন্দ এবং বাবু বনয়ারী লাল, নড়ালের বাবু রাইচরণ রায়, মুক্তাগাছার বাবু অমৃত নারায়ণ, বাবু সূর্য্য কান্ত, বাবু কেশব চন্দ্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোক শিকারে অতিশয় পটু। ইহাদের পদ গৌরব মান মর্য্যাদা ধন সম্পত্তি সমুদয়ই আছে। ইহারা যদি মনোযোগী হন তাহা হইলে অনায়াসে এ দেশে শিকার একটি প্রধান আমোদের জিনিস করিয়া তুলিতে পারেন। শিকারে যে কত উপকার আছে তাহা উপরি উক্ত শিকারিরা বিশেষরূপে অবগত আছেন। ইহা যে কত আনন্দজনক তাহাও ইহাঁরা জানেন, সুতরাং তাঁহারা যদি এই বিষয়টী দেশের মধ্যে প্রচলিত করিতে পারেন তাহা হইলে তাহারা দেশের যে কত মঙ্গল করিবেন সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে কাহারও শিক্ষা দিতে হইবে না। আমরা উপরে যে কয়েক জন শিকারির নাম করিলাম তাহাদের শুদ্ধ পদ ও সম্পত্তি আছে এরূপ নহে, ইহাদের মধ্যে অনেকে প্রকৃত দেশ হিতৈষী এবং ভারি উদ্যোগী পুরুষ। সুতরাং আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি ইহা যে অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। আমরা যে কয়েক জন শিকারির নাম করিলাম ইহাঁরা সকলেই আমাদের গ্রাহক। ইহারা এই প্রস্তাবটি পাঠ করিয়া যদি অনুমোদন করেন তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন, আমরা ইহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিব।

১২৭৫ সালে যশোহরে একবার মধু বৃষ্টি হইয়া ছিল। উক্ত সনের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ভয়ানক ঝড় হয়। এই ঝড়ের ১০। ১২ দিন পরে মধু বর্ষণ হয়। মধু বৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের এক জন পত্র প্রেরক এই রূপ অনুমান করেন। তিনি বলেন, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম্র বৃক্ষ হইতে পরিপক্কোন্মুখ সমুদয় আম্র পতিত হয়। বৃক্ষের মধ্যে মধু জন্মে। এই মধু কর্ত্তৃক আম্র ফল মিষ্ট হয়। আম্র পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে উহা বৃক্ষচ্যুৎ হওয়াতে এই মধু সমুদয় উহার মধ্যে সঞ্চিত থাকে। ঝড়ের পরে ভয়ানক গ্রীষ্ম হয়। এই গ্রীষ্মের উত্তাপে বৃক্ষ হইতে এই সমুদয় মধু নির্গত হইয়া বৃষ্টি আকারে পতিত হয়। পত্র প্রেরকের অনুমান কত দূর সত্য তাহা আমরা জানি না, কিন্তু মধুর ন্যায় যে এক রূপ পদার্থ বিন্দু২ বৃষ্টির ন্যায় বৃক্ষ পত্র হইতে পতিত হয় সেটি সত্য। আমরা ইতি পূর্ব্বে ইংরাজি স্তম্ভে প্রকাশ করি যে, আমেরিকায় কোন স্থানে মাংস বৃষ্টি হয়। রক্ত বৃষ্টি, মৎস্য বৃষ্টি, প্রস্তর বৃষ্টি প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত বৃষ্টির কথা সময়২ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ঢাকাতে চন্দন বৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাহারা যে রূপ দেখিয়াছেন তাহাতে তাহাদের নিকট বোধ হইয়াছে যেন বৃক্ষ পত্রোপরি শ্বেত চন্দনের বৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ বৃষ্টি যে কেন হয় তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, সত্য যুগে দেবতারা স্বর্গ হইতে কখন কখন পুষ্প বৃষ্টি করিতেন। আধুনিক ঘটনা সমুদয় দর্শন করিয়া আমরা পুষ্প বৃষ্টির কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না। তবে দেবতারা এই বৃষ্টি করিতেন কি না সে বিষয় এখনকার দিনে অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন।

সকলে যেরূপ ভাবিয়াছিলেন যে, সুলতানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কির বিপদের অন্তর্ধান হইবে তাহারা এখন কতক হতাশ হইয়াছেন। যদিও সুলতান আজিজ নির্ব্বিবাদে সিংহাসন চ্যুতহন, কিন্তু ইহাতে অনেকে মনক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। গত শনিবারে তার যোগে এই সম্বাদ আসিয়াছে। "গত রাত্রে নূতন প্রধান মন্ত্রী মিধত পাশা সভা করিয়া বসিয়াছেন ইতি মধ্যে এক জন নূতন কর্ম্মচ্যুত তুর্কি রাজ পুরুষ উপস্থিত হইয়া একটী রিবলবর বন্দুক দ্বারা কয়েক জন মন্ত্রিকে বধ করে। হত্যাকারী বন্দী হইয়াছে।" আবার গত কল্য এই সম্বাদ আসিয়াছে। "ন্যাশন্যাল আসেম্বিলি সংস্থাপন সম্বন্ধে তুর্কি মন্ত্রীদিগের মধ্যে মতভেদ যাইতেছে। এই নিমিত্ত তুর্কির নূতন শাসন প্রণালীর যে কবে সৃষ্টি হয় তাহা বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন বিদ্রোহী খৃষ্টান প্রজাদিগের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের যত্ন বিফল হইয়াছে। নূতন সুলতানের সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব হার্জিগবিনিয়ার প্রজারা অগ্রাহ্য করিয়াছে।"

তুর্কির সুলতান আজিজের মৃত্যু হওয়াতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মুসলমানেরা অতিশয় শোকাকুল হন। তাহারা শোক প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সকলে সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া ঈশ্বরের নিকট তাহার আত্মার জন্য প্রার্থনা করেন। বাঙ্গলার মুসলমানেরা এখন এ সম্বন্ধে কোন রূপ শোকের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, JUNE 22, 1876.

The further report of the Select Committee on the Presidency Magistrates Bill will be presented before the Viceregal Council which sits to-day at Simla. The people have already unmistakably expressed their alarm at the introduction of this second edition of the draconian Code and the memorial which the League undertook to submit on their part has been prepared. The Memorialists justly urge that the sentences which Presidency Magistrates are at present empowered to pass are sufficient for the maintenance of peace and good order. And no adequate case has been made out for the enormous increase of these powers which it is proposed to confer on them by the present Bill, and which involves a change probably unprecedented, as regards their suddeness or magnitude, in the whole history of civilised legislation. Such an increase in the punitive powers of the executive might be justified either temporarily, by an emergency arising out of some sudden out-burst of crime or access of grave political danger, or permanently, by a steady and progressive development of criminality among the community; but no such emergency has arisen, or is apprehended, and the criminal statistics of the Presidency Towns disclose no evidence whatever of any such increase in either the number, or the gravity, of the offences committed in them. The magnitude of the injury with which the inhabitants of the Presidency Towns are threatened, is materially aggravated by the extensive change in the mode of trial which is involved in, or accompanies, them, and by the undue limitation of the liberty of appeal which Section 89 of the Bill superadds to that change. One effect of the increase of power which the Bill seeks to confer on the Presidency Magistrates, will be to transfer to a court, proceeding summarily, and presided over by a single Magistrate, appointed by, and removable at the pleasure of, the local executive, the trial of more than half the offences at present triable only by a High Court and a jury, and about two-fifths of all the offences cognisable under the provisions of the Penal Code.

In other respects, the procedure for trials laid down in Sections 74, 75 and 76 of the Bill is characterised by a degree of laxity which tends to deprive accused persons of most of those safeguards by which they have hitherto been most properly and humanely protected, and which they still enjoy in other civilised countries. Under Section 74, which enumerates the particulars to be recorded in every trial, and which in this respect goes beyond even the Criminal Procedure Code, the Magistrate, whether acquitting or convicting, is not even required to assign any reason for his final order; Section 75 absolves him from the necessity of recording the evidence of the witnesses, and Section 76 provides that no formal charge need be made against the accused, and that he may be convicted of any offence which the Magistrate may be competent to try, whatever be the nature of the complaint or process.

Thus, taking these Sections together, there appears to be nothing to prevent a person from being convicted of an offence of which he has never been accused, and with which he has not been formally charged, on evidence of which there is no record, and for reasons which have been neither recorded nor disclosed.

——ooo——

The British Australian Government is at its wit's end. It has been literally dumb-foundered at the daring act of the Captain of an American ship named "Catalpa." It appears that the Captain took it into his head to release some Fenian prisoners confined at the Fremantle Convict prison. With this object in view he opened communications with some life convicts, and succeeded in carrying off six of them into his ship. The Fremantle police came to know it, and the Superintendent of Water Police at once despatched the Police-boat in pursuit. But the "Catalpa" went on merrily without minding the order of the police to stop. The Governor of Australia was then communicated with, and it was arranged by the authorities to make a second attempt to capture the runaways. In the course of the afternoon His Excellency the Governor accompanied by the Colonial Secretary, drove down, and after consultation with the Superintendent of Water Police, the Comptroller General and other officials, it was decided to despatch the ship "Georgette" manned with a strong police force, and a 12-pounder field-peice, with a view to intercept the "Catalpa," or to demand the surrender of the prisoners from the Captain, if they were on board. The "Georgette" was placed under the command of Mr. Stone, and as she sailed early in the morning, great excitement prevailed in the Colony. At last the "Catalpa" was sighted, and when the "Gorgette" stood at a hailing distance, the following interesting dialogue took place between Mr. Stone and the Captain. Mr. Stone, addressing the Captain, said:—

"I demand six escaped prisoners now in board this ship—in the name of the Governor of Western Australia. I know you and your vessel. I know the men I want are on board, for the police saw them go on board yesterday; if you don't give them up you must take the consequences."

The Captain answered:—
"I have no prisoners on board."
Mr. Stone replied:—
"You have, and I see three of them."
To this the Captain rejoined:—

"I have no prisoners here, all are seamen belonging to the ship."

The wind compelling the "Georgette" to get away from the ship, Mr. Stone said to the Captain:—

"I will give you 15 minutes to consider what you will do."

At the end of that time the "Georgette" again went along side and Mr. Stone re-demanded the prisoners in the same words as before. The Captain again replying:—

"I have none on board."

"If you don't give them up" said Mr. Stone, pointing to the gun, "I will fire into you and sink you or disable you."

At this time the pensioners and police were in order, with arms ready, and a man at the gun with lighted match. Nothing alarmed at Mr. Stone's threat or the demonstration made, the Captain coolly replied:

"I don't care what you do. I'm on the high seas, and that flag"—pointing to the American flag he was flying—"protects me."

Mr. Stone replied:—

"You have escaped convicts on board your ship, a misdemeanour against the laws of this colony, and your flag won't protect you in that."

The Captain returned:—
"Yes it will, or in felony either."
Mr. Stone then asked:—
"Will you let me board your ship and see for myself?
And was answered:—
"You shan't board my vessel."

"Then your Government will be communicated with" said Mr. Stone "and you must take the consequences.

"All right" said the Captain, and the interchange of civilities ceased.

So the British Lion had no help but to swallow down the insult of the 'Yankees.'

——ooo——

THE DISCOURTEOUS HINDU AND THE MEEK ANGLO-INDIAN:—The *Englishman* takes up the old question of the social intercourse between the ruling and subject races of India. We do not know whether the discussion of such questions does mischief or good, but apparently it only causes irritation and gives rise to hot words. That the Anglo-Indians and the Indians should yet continue to hate each other, or to put the matter mildly, continue to treat each other with indifference, is not only a matter of great sorrow, but of loss to both parties. There was a time when the Hindoos and Mahomedans hated each other, but this hatred is gradually giving place to sympathy and friendship. It is because the Hindoos and Mahomedans serve the same haughty master. They have enough of sorrows individually to quarrel with each other, and this circumstance is serving to create a feeling of nationality in the minds of the people and to bring about all races together. There was a time when the Bengallees were the pets of Englishmen, and the consequence was that the Bengallees were hated by all other Indian races. But the times are now changed. The name of a "Babu" gives tertian ague to our Anglo-Indian masters, and the Babu is now getting favourite all over India.

The Anglo-Indians only stand aloof from the confederacy, because their pride blinds them to their actual condition and their true interests. They delude themselves into the belief that they are Englishmen and as such enjoy exceptional privileges and are the freest men in the universe. But they forget that no sooner they touch India than they are shackled like us and are doomed to lead a life of political slavery. If we are slaves, so they are. Their condition may be somewhat better than that of ours, but yet they belong to the race of free Britons and we are Asiatics. They are blind and stupid enough not to see that to all intents and purposes they lose all their birth-rights as soon as they touch the Indian soil. When the so-called black Act was introduced the indignation of the Anglo-Indians was so great that the prospects of the Company Bahadoor trembled in the balance. But how fallen since then! When an additional fetter is put upon them along with the people of India, they and their organs beat their breast, gnash their teeth like us, and then the matter ends Like us they gradually get themselves accustomed to their fetters and then look complaisantly upon themselves and contemptuously look upon the timid and spiritless Indian. Poor deluded souls! they know not that they have nothing of their boasted birth right yet left to them. Why then do they stand aloof and look down upon the people? They are in fact all brothers, brothers in misfortune and brothers in slavery. They are no doubt born in a free country and a great many of them will probably die in a free country, but there their connection ceases with England. They spend their lives in India, under a despotic Government which does not care a straw for their birth-right and privileges.

They look down upon the people contemptuously but the people of India pity them in return. They come to India to make money, keeping every thing they hold dearer to them than life, behind. Englishmen declare that they hold "the political privileges they enjoy dearer to them than their life." Not only do they sacrifice "the privileges which are dearer to them than life" but are subjected to other hardships to earn money. They are obliged to tear themselves from home and early and endearing associations, from friends and relations and to pass their lives in a deadly climate, without the comfort of even social enjoyments. In Presidency Cities there may be some comfort, but in Maffasal stations, Englishmen lead a dreary life like convicts in Siberia. All these they suffer for money, indeed they sacrifice their lives many times over for the sake of gold, yet the despotic Government under which they spend their lives, does not much concern itself for their interest. In competition with natives they can calculate upon the support of the Government, but when the Horse Guards and the Manchesterians come into the field their existence is altogether forgotten though they are the mainstay of the Empire, which is for the benefit of a certain class of Englishmen at home. It serves no useful purpose to mince matters. As a matter of fact we are all slaves under a despotic Government and as such we must sympathise with and help each other and not augment our burden by foolish quarrels amongst ourselves?

The *Englishman* however takes an original view of the matter. He, like other Anglo-Indian Papers, throws the chief part of the blame for this want of cordiality between the two races upon the subject race, but assigns a different cause for their action. There are Anglo-Indian Papers which attribute this coldness to the religious and social prejudices of the natives, who will not dine with an Anglo-Indian nor take their wives and daughters out to flirt with every white man that they come accross. But this idea the *Englishman* poopoohs. We talk of the rudeness of Englishmen but, it was left with the *Englishman* to turn the tables upon us and charge the natives with discourtesy and arrogance. Anglo-Indian Papers relate many strange things, sea-serpents inclusive, and make many careless assertions, but the one which the *Englishman* makes is positively staggering on account of its boldness. The cause is then at last discovered, why the two races do not like each other. The *Englishman* says it, and he says that it is because the meek Englishman is very much ill-treated by the haughty natives of India! The writer however condescends to give reasons for this assertion. One is this. At levees the natives neglect ordinary Englishmen and flock in the wake of the great man. This is quite true however though it proves nothing. We deny that a levee or a darbar is a social gathering at all, or that any native would attend it if he could help it. Natives are simply dragged there, subjected to a discipline which reminds one of Sir George Campbell's short-term prisoners and then set free to curse the day when it took upon his head to have his name entered. As for following in the wake of the great man, this simple answer will suffice. Why make one human being immensely superior to the rest of his fellow beings? Why make one the arbiter of the destinies of hundreds of millions?

Another great reason, according to the writer, is, that Englishmen are impatient of ceremonious restraints, and usages so "dear to the native heart." "These are repugnant to the hardheaded and practical Englishman of the 19th century." And these practical Englishmen, so very impatient of ceremonious restraints, insist that natives should put on a particular dress, wear a particular head dress and leave their shoes behind before they can approach them! What native would impose such conditions upon Englishmen who pay them a visit? Englishmen are not only meek and ill-treated by the natives, but their practical good sense is very much outraged by the superfluous and ridiculous ceremonies so dear to the heart of the Hindu. Don't you see, Englishmen don't care whether they are salamed or not, but the ceremony-loving natives insist that Englishmen must receive their salaams! The practical Englishman refuses to accept any such obesiance, which only out-rages his practical good sense. The native insists, hot words ensue, and the meek Englishman is knocked down by the arrogant native! How there can be a good feeling between the races under such circumstances? indignantly cries the *Englishman*. Take another instance. The natives approach Englishmen bare-footed; this of course practical Englishmen don't like. The Englishman rebukes his aryan sable brother "why leave your shoes behind? it only insults me if you come bare-footed." But ceremony is dear to the native heart, dearer by far than the favor of an Englishman. So the same scene ensues and it was repeated so often that Government was obliged at last to take steps in the matter and frame a resolution to the effect that a native should never leave his shoes behind. Ignorant people believe that the condition was imposed upon Englishmen, but no, the *Englishman* will tell you that it was imposed upon the ceremony-loving native.

——ooo——

OUR HOPES AND ASPIRATIONS.—The visit of the Prince of Wales to India, and the assumption by Her Majesty of the additional title of Empress of India, have, by no means unnaturally, awakened the spirit of prophecy in relation to India's future. Political prophets, both in Asia and in Europe, have been freely indulging in their vaticinations, and the tone of their deliverances does not betrary the least apprehension that their forecast may be belied by the sequel. They have been exceptionally active in amusing the people with the very brightest of prospects, the consummation of their long cherished hopes and aspirations. The faith of the country in their promises has been characterised by a peculiar readiness and largeness, and has found expression in various recognitions of the anticipated boon. Addresses of congratulation have been adopted with becoming zest, and the people seem to be on the tip-toe of expectation. Thus prophecies have been uttered, and expectations raised, and the country is impatient to realize the good which it has been led to look for.

We, too, have participated in the common feeling of gratulation inspired by the occasion. But the feeling has in us been uncompromisingly associated with the advantages which the country may be helped to reap in commemoration of the auspicious event. We have not learnt to trade in cant; indeed, we have a supreme abhorrence for cant in both its subtler and its grosser forms. We are, therefore, no patrons of unintelligent sentiment; we cannot realize it for ourselves, nor brook the display of it in others. We understand what congratulation means, but we would not have the responsibility of mere sentimental congratulation. Rational, intelligent congratulation, which may at any time approve itself to the reason, and repeat itself in the experience, is a duty, nay, a privilege, and we are always the foremost in according to it a corporeal shape. We congratulate the Empire on Her Majesty's assumption of an Indian title, but in cherishing the feeling and giving expression to it, we have our thoughts centred on a substantive benefit rather than on the titular grant. Not that we do not appreciate the title, but that we value it as the shadow of a substance forthcoming. Our joy derives its inspiration, in this case, not from sight but from faith, and we should be sorry to find that that faith is a delusion.

But why should the prospect on the faith of which we are enjoying a season of congratulation prove illusory? We do not tempt disappointment by cherishing hopes which have already stamped on them the curse of extravagance. We do not cherish any hopes in advance of our capacities or in discord with our training, or at cross purposes with the principles and practices of those with whom rests their consummation or their frustration. We have erewhile enunciated our expectations, and we will repeat them here, when it will be seen that we have not exceeded our limits. All our hopes and aspirations may be condensed into that most vital of all formulas, "Political life." The one boon, which we pant after, is political life. Now, what is political life? A people is said to *live*, in the political sense of the term, when it makes its own laws, and executes them upon occasion. The legislative and the executive are the two essential functions of a political system. The exercise of these functions is the test of political life. We pray for political life. We pray, therefore, that we may be helped to at least a fair beginning in the exercise of legislative and executive functions so as to insure for us, in due course, a well-developed political system. We are tired of the preliminary phase of political life, of mere agitation respecting legislative and executive operations, which cannot enforce itself into any sensible fruit. We long for genuine political life, embodied in the organisation of elective Provincial councils and an elective Imperial council, followed upon by a Civil Service accessible to the Natives of the country, not in theory only, but in very deed and truth. It will thus be seen that we are anxious for a Constitution, and in praying for a Constitution, we do not run against the grain of our rulers, we only give evidence of that salutary craving which is emphatically English, we ask for a gift congenial to the giver. The training we have received at the hands of our rulers, has generated this aspiration in our hearts, and it would be unnatural for them not to be only too glad to find, that we have not been perverse enough to resist the legitimate fruits of all the labor they have spent on us. English contact with India must be a sad failure, and English teaching, a huge sham, if India does not learn to appreciate a Constitution and cry for it insatiate. The country is ripe for a Constitution, the capacity of the people for it is undoubted. We see no reason why the faith on which our congratulations are based should prove a delusion.

We hope and trust, therefore, that the address of congratulation in course of preparation by the Indian League may not be merely sentimental, but may state in bold relief, the natural hopes and aspirations on the faith of which the intelligence of the Empire congratulates it on the occasion.

———000———

THE REVIVAL OF NATIVE MANUFACTURES.—India owes a debt of gratitude to Bombay which she can never repay. The great commercial spirit which distinguishes the people of the Western Presidency cannot be too sufficiently admired. There is no hope for the Indians to regain their independence, but they can at least hold some position in the scale of nations if they take to commerce and manufactures. In Bombay, a large industry has sprung up within the last ten or fifteen years. Capitalists there have formed into mercantile associations, brought out appliances and machinery from England, erected mills, and entered into competition with Manchester and driven it to a large extent from the Bombay market. Mills and asiociations have been started up in different parts of the Presidency. Every arrangement for opening a Paper Manufactory has been made by certain big merchants of a Muffasil town. A large and influential meeting was the other day held at Surat at the Vithal of Mr. Tapidass Vurjdass, and a Society for the revival and encouragement of native industry has been founded at Ahmedabad. The Secretaries of this Society have addressed us a letter which we have much pleasure in publishing below:—

"It is now well known to all intelligent natives of India that owing to the introduction of foreign machine-made and therefore far cheaper goods of various sorts in India, many of our manufactures have ceased to exist and the remaining ones are expiring. This wholesale destruction of our arts and of the many trades and professions which they created and supported has thrown hundreds of thousands of our working men, petty traders, and merchants out of employment. The evil and with it the poverty of the country is yearly increasing. The rising generation is highly embarrassed for want of employment, and the necessary means of support. To check the growing evil and to save our dear country from further ruin, societies are formed, or are being formed in several cities of India. It is highly desirable that these patriotic associations should correspond and assist each other. Our united efforts will have more chance of success. We should therefore connect ourselves with each other. We are desired by the Managing Committee of the Society for the Revival and Encouragement of Native Industry at Ahmedabad to enquire whether you agree with us in these views and are willing to receive and answer our communications on these subjects. We are now collecting facts regarding the arts and manufactures that formerly flourished in the various cities and provinces of India, but have now ceased to exist or about to die in consequence of the introduction of cheaper foreign goods. We will feel greatly obliged by your informing us of the arts and manufactures that flourished in your city and the surrounding districts, the foreign goods that now supply their places, and the manufactures that flourish at present with such details as can be obtained regarding them."

The promoters have our heartiest sympathy, and we shall be most happy to afford them very help that lies in our power. It is impossible to give an exhaustive list of the manufactures and arts that yet continue to exist, some in a flourishing, and some in a languishing state in Bengal in the compass of a newspaper article, but we shall attempt to enlighten our readers on the subject as far as our space permits. Of manufactures, we have only three in number which we export in respectable quantities to other countries, *viz.*, opium, indigo, and tea. The profit arising from the first is enjoyed by the Empire and which is not spent on the country where it is grown, but distributed to other local Governments which cannot manage to exist without the help of Bengal money; the profits of the second are enjoyed mostly and that of the third entirely by the Europeans. We have other manufactures no doubt, but we cannot prepare them in large quantities. Sugar we export only about 18 lakhs worth, the manufacture in saltpetre has been almost destroyed, yet we send about 40 lakhs worth. We have not the capacity nor the enterprize to manufacture salt, a necessary which is done for us by a people who reside at a distance of ten thousand miles. Hides and skins we have enough, but we cannot manufacture them into leather. In the Presidency Division indigo and sugar are the staple manufactures. We have excellent looms in Santipore and at Dhooler. Nudea is clebrated for its excellent brass utensils which are exported in different parts of Bengal only. There is a little manufacture of shell lime in Jessore and 24 Pergunnas. A sort of coarse paper is prepared in Mamoodpore in Jessore, Atteah in Mymensing and Pandooah in Hooghly. Krishnuggur is noted for its excellent pottery works. In Rajshye we have indigo and silk cloth; in Moorshidabad silk cloth, articles of ivory, gold, and silver filigree-work, brass utensils and gunny-bags; Baloochar supplies a sort of best *chilies*; Dinajpore has cotton cloth, a coarse cloth of rhea-fibre, and gunny-bags; Maldah silk cloth and brass utensils. In Dacca there is a kind of coarse cloth considered more durable than Manchester fabric. Of the finer cloths of Dacca, the less said the better. It bleeds one's heart to think of the matter. There is also in Dacca a considerable trade in iron and brass implements and vessels of local manufacture. There is also some lac-dye manufactured here as also the safflower dye, and soap known in the market as the Dacca soap. Kashida (cotton cloth embroidered) is exported from here chiefly to Arabia. A considerable quantity of gold and silver ornaments is exported to Calcutta. In Chittagong they build boats and ships. Sea-going vessels of two and three masts are built and launched there for the coasting trade, and for voyages to Ceylon, the Laccadives, Cochin and other Indian parts. In Cox's Bazar the Mugh *loongee*, a kind of colored skirt or wide pyjama, is worn by Mahomedans as well as Mughs, and appears to be a favorite article of dress with both. The *daos* manufactured by the Mughs called *mereng khanj* are much heavier and more powerful instruments than the ordinary Bengali *dao*. The *Kagazees* of Chittagong make country paper in Puttia. Fine reed mats are prepared at Satoor in Furreedpoor by girls of low caste people which are very cooling, and used as a luxury in sultry days. These girls who manufacture the finest mats are valued the most in the market of marriage. In the Patna Division indigo, opium, and saltpetre are manufactured. An inferior tusser is also manufactured in Patna. Towel and bath linnens are a famous product of Barrh, and skull caps of Behar. Excellent hooka tobacco is preprred in Patna. In Gya there are tusser and carpets and ornamented carvings in black stone. Paper and blankets are manufactured in Shahabad. The pottery work of Sewan in widely known. The principal manufacture of Bhagulpore is indigo Fire-arms and hard-ware of inferior quality are manufactured at Monghyr. The cabinet-makers of Monghyr show considerable skill in making inlaid-writing desk and other fancy cabinet ware, rosaries, necklaces and bracelets. Monghyr is also noted for its baskets and other articles made of bamboo. Tusser is a special manufacture of Bhagulpore. Salt manufacture is the staple of Orrissa, and is susceptible of unlimited development. Beautiful silver ornaments are prepared in Cuttuck. There are two lac factories at Jhalda in Chota Nagpore, and one large concern at Ranchee, all these belong to Europeans. Tusser silk is woven and there is immense number of weavers in this Division. The bulk of the people are still content with country cloths, but a taste for English-made fabrics is spreading. In parts of Singbhoom and Manbhoom, there are masses of soap store which the people in the vicinity have worked for ages into vessels of different kinds. In the Burdwan Division, there is a lac munufactury at Elambazar in Beerbhoom. Tusser and silk trade is also carried on in that district. Several places in the Division are famous for weaving cloths and manufacturing metal pots and pans. Midnapore has a *specialite* in small mats which are exported to the value of Rs. 75,000 per annum. It also produces what some people believe to be the best indigo in the world in one of its jungly parts.

The above is no doubt not an exhaustive list but it will give some idea of the nature of industry which flourished in Bengal and is fast declining. It will be observed that opium is in a most flourishing condition, but it is a Government monopoly, so that except the grower no native derives any benefit from it. No native is allowed to enter the opium department. Indigo partially driven from Bengal proper has taken deep root in Bhagulpore and Patna divisions. In these two divisions opium and indigo flourish, and the extreme wretchedness of the Beharees can be thus accounted for. Thanks to the enterprize of the British people, a new resource of the country has been developed, but in which no native has been as yet able to obtain any share. We allude to the manufacture of tea. The weaving industry in the country has been destroyed; and English enterprize at one time threatened to destroy the native sugar manufactures, but now the field has been left open to the natives of the land again. It will be observed that with the exception of a small quanity of indigo, gunny-bags and saltpetre, there is scarcely any native manufacture which is shipped to foreign ports. Heaven helps those who help themselves. Here is a vast field open for the natives of this country. With a little energy, we can grow silk, tusser, indigo and lac all over Bengal. Tusser insects devour and can live upon plum leaves; lac insects live upon palash and peepul leaves. We can make indigo profitable to the ryots and grow it, for there are lands where nothing but indigo would grow. We can manufacture saltpetre in Bengal in enormous quantities and supply the whole world. We can revive our salt manufacture which has been so cruelly destroyed. It may be very difficult to compete with Manchester and work our looms which have been stilled by British enterprize, but we can with a slight effort revive other manufactures. We ought to prepare our own paper, for of all countries, India is most blessed in fibrous plants. We ought to tan our leather, of which we have an inexhaustible source. We ought to prepare our own salt, the materials for which abound in the country. If we take to trades and manufactures, we can replenish the exhausted resources of our country and give relief to Government which does not know what to do with the vast number of applicants for Government service.

SCRAPS AND COMMENTS.

A case came before the Southwark Police Court on May 10 in which a woman charged with bigamy, defended herself by stating that her first husband sold her for ten shillings in a public-house seven years since, and he was such a bad man that she

was glad to be sold away from him at any price. Two years ago she left the man who had bought her, and was then "dragged into" the ceremony of marrying her second husband. She was committed to the Central Criminal Court, for trial.

The *Pioner* has an article on the composition of Native Army from which we learn that :—

The Bengal Native Army includes about :---
22,200 Hindustanis.
19,700 Trans-Jumna men.
4,700 Trans-Indus men.
9,100 Goorkhas and other Hill men.

There are also 260 Christians in the Bengal Army, whose pedigree, less clearly defined than their religion, renders their classification embarrassing, but of whom many good people at home will think with innocent satisfaction as a band of apostles leavening the Heathen hordes of their too tolerant sovereign. As a matter of fact, we believe the 260 Christian soldiers, having inherited their faith from ancestors, who, in a less moral age than our own, may have loved not wisely but too well, turn their attention now to drums rather than to divinity. Leaving them to their musical duties, we may analyse the religious divisions of the main body divided above merely into nationalities. The Hindustanis consist of---
6,400 Mahomedans.
8,000 Brahmins and Rajpoots.
1,900 Jats.
5,800 low-caste men.

The Punjabis are divided as follows :---
5,900 Mahomedans.
800 Hindus.
11,700 Sikhs.
1,200 Musbi Sikhs.

The Trans-Indus men include---
2,300 Afghans.
2,400 men of other border tribes.

The Hill men include—
5,100 Goorkhas.
3,100 Dogras.
850 men of other tribes.

It is essential to a proper comprehension of the constitution of the Bengal Army to understand that some regiments are composed of one class of men, as the Goorkhas and the Musbi Sikhs---some are on the class company system, and some on the general mixture system.

The Madras Army, of which the regiments are recruited on the general mixture system, may be analysed as follows :---
1,960 Christians.
11,200 Mahomedans.
1,000 Brahmins and Rajpoots.
430 Mahrattas.
10,000 Telungas and Gentus.
3,100 Tamils.
2,100 men of other creeds and races.

The Bombay Army, very similarly classified, yields the following results :---
310 Christians.
250 Jews.
4,400 Mahomedans.
2,900 Brahmins and Rajpoots.
8,000 Mahrattas.
3,000 Perwaris.
1,787 Punjabis.
800 Trans-Indus men, and
3,000 not coming under any of these heads.---

At the Philadelphia exhibition, the Indian goods which are in charge of the British commissioners, will be one of the most interesting shows that can be given to Americans. Most come from the Indian Museum of London. There are specimens of all the food and other products of India ; everything the natives use as food, Indian dyes, new and floss silks, cocoons, also wild silks. These are carefully arranged in cases with labels showing whence they come. Other cases contain native Indian arms, pottery, and metalware, very fine. Koftgari work, ware made of porcupine-quills, boxes of sandalwood, inlaid ivory, modes of casts, busts, lacquered-work, fans, and native stonework. There are also specimens of textile fabrics in silk, and cotton, curious drawings in mica, and embroidered work from Delhi. Watson and Co. exhibit a case of jewellery from Bombay ; Farmer and Rogers, of London, a case of Indian shawls ; and Vincent, Robinson and Co., of London, Indian carpets. There are also fine specimens of lace worked by native ladies.

The *Times* has a long and appreciative article on Sir Salar Jung. It contains the following account of the territories of the Nizam :—

"The Deccan extends over nearly 100,000 square miles, and is peopled by 10,000,000 inhabitants, of whom the vast majority---probably nine in ten---are Hindoos. The soil is generally good and produces cotton in abundance. Coal and iron mines have been discovered, and the great rivers Kistna, Tombudra, and Godavery drain the vast plateau which forms the bulk of the land and open it to the Eastern and Western Oceans. The first Nizam established friendly relations with the English Governor of Fort St. David in 1747, which were generally maintained in the wars with the French and their allies, and, although for a time the ability and genius of Bussy secured the ascendancy of his councils and influence at Hyderabad, the troops and resources of the Nizam were placed at our disposal in the campaign against Tippoo in 1791, and in the struggle with the Mahrattas, and the alliance has continued to the present day. In 1853 Sir Salar Jung was appointed to succeed his uncle, Seraj ool Moolk, as Dewan to Naseer ool Dowlah, who had just been forced by Lord Dalhousie to assign to the superintendence of the British certain rich districts to secure the payment of debts alleged to be due for the pay of the Contingent which was kept up in accordance with the Treaty by the Deccan. He was only 19 years of age, and the condition of the State was one which might have appalled the boldest and most experienced of statesmen."

Our contemporary speaks of Sir Salar Jung :—

"When the rebellion was put down Salar Jung set himself to work at the rest of his self-allotted task. Associated with his co-Regent, the Ameer-el-Kabeer, the very able man who jointly with him is charged with the direction of affairs during the non-age of the boy Nizam, he has developed in the Deccan such enterprise and secured such a measure of peace and progress as have never been witnessed in India since the golden days and the model rulers of whom the poets and historians tell such marvellous, if not apocryphal, stories. Roads have been made or restored, tanks, built, wells dug, irrigation works--matters of the first necessity---renewed or created, railways made and planned, an efficient police gradually introduced and extended, schools founded, education fostered, the Arab Chiefs restrained or converted to the cause of order, the irregular soldiery suppressed, the Rohillas disbanded, and Hyderabad so tranquillized that the members of the Prince's suite who visited it were treated with the utmost civility. It may possibly be that they could not detect much pleasure and friendliness in the glances which they encountered. But we should remember that an Egyptian officer charged with the superintendence of certain work on board one of the Khedive's ships in the Thames, who took up his abode at Limehouse, found it necesary after a time to lay aside his fez and put on a hat, in order to avoid the jeers and occasionally the more material proofs of dislike of the Christians of that religious district ; so that we need not be surprised if the same sort of illiberality existed at Hyderabad. The Indian Government, to mark its sense of the services of Salar Jung, created him grand Cross of the Star of India, and restored to the Nizam the Reichoar Doab and Dharaseo. Sir Salar Jung is of princely rank by descent and possessed of large estates, but in his tastes he is simple and unostentatious, as he is regal in his hospitalities and charities. He speaks and writes English with ease and elegance, and his manners are so engaging that an English official, who was very much opposed to claims which Sir Salar Jung was urging on behalf of the Nizam against the Government, said that "he thought Englishmen of influence and rank should not be encouraged to go to Hyderabad, as Sir Salar Jung was sure to make converts of them." The impression produced by the Nawab on strangers is certainly very agreeable, and it is not effaced by further intercourse."

There is a society in England called the "Aborigines' Protection Society," whose object, as the name indicates, is to protect and advance the interests of the aboriginal races. The 38th annual meeting of the above society was recently held in London. Mr. F. W. Chesson, the Secretary read the last year's report which showed that the efforts of the society were directed towards ameliorating the condition of the Coolie labourers, preventing the transfer of the Gambia to France, enforcing the suppression of kidnapping in the Pacific, and generally improving the condition of the aborigines. Mr. H. Richard, M. P., then moved the following resolution :—"That this meeting expresses its belief that the best security for British power in the East is a just administration of the affairs of India, the faithful observance of our treaties with Native Princes, and an external policy, which, whether our relations with China, Japan, or the Malay States be in question, is based upon a mutual respect for international rights." On the motion of Professor Sheldon Amas, the following was unanimously carried :—"That while this meeting sympathises with all well-regulated schemes of colonization based upon the principles of free labour, it protests against the existing system of Coolie immegration as being no better than a modified form of slavery, and it therefore cordially supports Sir George Campbell's motion on the subject, which asserts the claim of all classes of Her Majesty's subjects to equal rights and protection under the law."

It appears that the Afridis, who proved themselves above the moral force that was thought to be brought to bear upon them by the appearance of a British column at the foot of their hills, have, like better and greater men before them, shown themselves susceptible to the softening influence of coin, and declared their willingness to have a road and telegraph constructed through their territory for a consideration.

Two serious duels are reported from Vienna. Prince Wilhelm of Auesperg, aged twenty-two, was shot at the third pistol's round at Prague by Count Leopold Kolourat, a young law-student. At Vienna the Margrave Alfred Pallavicini was grievously wounded. As a lady was the *tet rrima causa belli*, the name of the young Margrave's opponent is kept mysteriously concealed ; but he is believed to be a personage of very high position.

Government and the publicans have been defeated in the House of Commons. A Resolution to stop the sale of intoxicating liquors in Ireland on Sunday, was introduced, and defended by Mr. Bright and Mr. Gladstone. There had been a strong manifestation of feeling in favor of the Resolution, in Ireland. It was carried by a majority of 57.

On Her Majesty's recent visit to, the London Hospital she spoke to a boy eight years of age, who had his leg broken by having been run over. After he left the hospital the child wrote of his own accord, and without his father's or mother's knowledge, a letter to the Queen, bought a stamp, and posted it. The letter bore no other address than the words "Lady Queen Victoria." The letter was delivered to the Queen, and her Majesty, finding on inquiry that the writing of the letter was the boy's own act, sent him a gift of £3 through the Rev. T. J. Rowsell.

A correspondent sends this curious peice of news to the *World* :—

"The Hon. Hugh Courtenay, to whom you have twice alluded, has made the *tour du monde* as an impostor. He is well known and very much wanted in Calcutta. He had a merry little knack of losing money at cards in that city, and paying (say) £20, by giving a cheque for £50, and pocketing the difference : sequel, cheque dishonoured. He even fooled Lord Northbrook, dining at Government House, and escorting a lady of title on a voyage to England some two years ago, as far as Galle. There he got a hint that his true character had leaked out, and he cleverly shaped his course to Australia. The money with which he paid his passage from Calcutta he borrowed, I think, of a guileless gentleman of the Woods and Forests Department. He was profuse in his thanks to him, and promised him, by Gad, a day's ratting on his estates in England as soon as he caught him there."

Mr. M'Laren, M. P., has obtained a return to an order of the House of Commons, which was issued on Saturday, as to "Judicial Expenditure." In England, in the last year given—1873—the gross total expenditure was £1,227,273 18s. 7d. ; the fees, stamps, &c., amounted to £900,144 5s. 2d., leaving the net total expenditure £327,129 13s 5d. In Ireland the gross total expenditure was £282,617 17s. 3d., and the net expenditure £211,935 10s. 9d. In Scotland, in the same year, the gross total expenditure was £161,981 12s. 10d., and the net £145,978 5s 7d. In the year ended the 31st of March last, in England, there were 32 Judges, whose salaries amounted to £167,50 , with an addition of ten annuities, amounting to £39,750 ; in Scotland, 13, at £42,300 with an addition of two annuities, making in all £46,800 ; and in Ireland, 21 Judges, at salaries, £78,515 17s., with an addition of four annuities amounting to £12,697 8s. 8d. There are exceptions made as to officers below superior Judges, which are given in the first part of the document.

The various coins which are in circulation are constantly wearing out, and with rapidity for which many persons would hardly be prepared. Parliament acknowledges this fact of wear and tear, by voting ten thousand pounds annually to the Mint to indemnify it for the loss to which it is exposed, on account of being obliged to receive silver coin, however worn, at its nominal value ; of course it would be unfair that the last possessor of the coin should suffer from a diminished size to which thousands of others have contributed. It is curious that the smaller the coin the more rapid the deterioration. Thus, crown pieces are found to lose five per cent. in ten years, half-crowns twelve per cent., shillings thirty per cent., and sixpences forty per cent. Gold coin—being more carefully handled and carried about, and rarely let loose in the pocket—does not wear out nearly so fast as silver.

It has been shewn, by the researches of Sir John Herschel and Pouillet, that on the average our earth receives, each day, a supply of heat sufficient to heat an ocean 260 yards deep over the whole surface of the earth, from the temperature of melting ice to the boiling point. Now, on or about June 30, the supply is about one-thirtieth greater. Accordingly, on June 30, the heat received on a single day would be sufficient only to raise an ocean 251 one-third yards deep from the freezing to the boiling point ; whereas, on December 30, the heat received from the sun would so heat an ocean 268 two-thirds yards deep. The mere excess of heat, therefore, on December 30, as compared with June 30, would suffice to raise an ocean more than 17 yards deep, and covering the whole earth, from the freezing point to the temperature of boiling water.

The spiritualists will be glad to hear that the rumoured death of Mr. D. D. Home, the celebrated medium, is contradicted. Miss Emly Kislingbury, Secretary of the British National Association of spiritualists, writes to say that a telegram has been received by the officers of the Association from Nice stating that "Mr. Home is residing there in his usual state of health."

If you get a fish-bone in your throat, and it continues to stick there, swallow an egg raw. It will be almost certain to carry the bone along with it.

The following curious statistics are collected by a french statistician :—

"Taking the mean of many accounts, a man of fifty years of age has slept 6,000 days, worked 6,500 days, walked 800 days, amused himself 4,000 days, was eating 1,500, days, was sick 500 days, &c. He has eaten 17,000 pounds of bread, 16,000 pounds of meat, 4,600 pounds of vegetables, eggs and fish, and drank 7,000 gallons of liquid, viz., water, coffee, tea, beer, wine, &c., altogether. This would make a respectable lake of 300 square feet surface and 3 feet deep, on which small steamboats could navigate.

And all this makes up the routine of an average man's life.

A little incident in connection with the Prince of Wales' visit to India, does not seem to be generally known. We are all aware that there were great doubts as to the Prince's physical ability to bear the climate of this country. In the course of the medical consultations held upon this point, we are told that a practical test was applied. Under direction of the Doctors, the Prince was placed in a conservatory heated up to Indian point, in order to ascertain his powers of endurance. He held on bravely for a time it seems ; and rather liked the sensation than otherwise. But eventually he fainted clean off. This was a great check upon the medical imagination, as may be supposed, and the Prince himself was staggered for a time, and the expedition was nearly all off. But resuming the experiment—we presume with more success—His Royal Highness eventually resolved to brave the peril.

The proposed marriage of the adopted son of the Moharajah of Burdwan, has caused some disturbance among the Khettri caste at Delhi, and has even formed the subject of litigation there. The following particulars are given by the Lahore *Public Opinion.*—

"A case is now pending in the Court of the Deputy Commissioner of Delhi which is causing great excitement and commotion there, especially among the Khettri caste. One of their number engaged to marry his daughter to the son of the Moharajah of Burdwan, who is said by some of the Delhi Khettries to have done things not quite consistent with the tenets of their religion, and the consequence is that they are divided into two factions, Burdwanites and anti-Burdwanites. The latter being by far the stronger party, carry things with a very high hand, and have excluded from the brotherhood all those who are on the Moharajah's side. The plaintiff in the case is the father of the girl. His complaint is that the child was taken away from him, and is now being detained against his will. His application is for her to be restored to him. It seems that the complainant's wife has gone over to the anti-Burdwanites, her father being a zealous partizan of that faction, and that they claim the right to withhold the child from her father on the plea that he, having been excluded from the brotherhood, has incurred loss of all his civil rights. After the first hearing of the case a large body of the anti-Burdwan faction waited on the Deputy Commissoner at his *private residence,* with what object it is not difficult to imagine. He, however, properly refnsed to see them."

Scenes in Courts of Justices are now an ordinary occurance. The following disgraceful scene which was enacted in the Court of the Subordinate Judge of Cochin in taken from the local *Argus* :—

"Our readers are aware that the hearing of the great case of Volkart Brothers versus P. Marcar was resumed on Monday last, before the Subordinate Judge, Mr. D'Silva. Messrs. Kapp and Payne—the two inseparables—who represent the plaintiffs, were in their accustomed places, and so was Mr. Gantz, Barrister-at-law who appears for the defence. Nearly the whole of this week, Mr. Jung, the Plaintiffs' Agent in Cochin, was in the witness-box and although he had been subjected to a pretty stiff cross-examination, in the course of which, he was often observed to turn imploringly towards the direction in which his friends sat when any question which he could not well parry, was put to him, everything went on smoothly and in perfect harmony between the legal gentlemen employed in the case. Yesterday afternoon, during the cross-examination of Mr. Jung, Mr. Gantz asked a question to which Mr. Payne objected, and the court having upheld the objection, Mr. Gantz waived it, but asked that it may be recorded. Mr. Payne expressed acquiescence, adding in a contemptuous tone :—"So that it may be seen elsewhere what sort of questions are put by counsel." Whereupon, Mr. Gantz, referring, no doubt, to the signals exchanged between the witness and his party, remarked that he only wished he could have put down on the records what unfortunately cannot be put down, and that is, the looks of the witness when he is under cross-examination in the direction of the counsel on the other side, and the signs made by the gentleman sitting next to him. On this Mr. Payne jumped up and burst out in the following language :—"You scoundrel do you mean to accuse me, a gentleman, of such a thing? I am a gentleman, Sir, and you dare not say that out of Court. It is only your gown that protects you, you scoundrel. You must be a blackgurd. You dare not repeat that out of Court, you blackguard, you scoundrel" and sat down muttering "you black soor." When Mr. Payne concluded, Mr. Gantz who remained perfectly calm and collected while Mr. Payne was relieving his feelings, simply sought the protection of the Court, and asked Mr. D'Silva to note the language that was made use of. As far as he (Mr. Gantz) was concerned, he cared not a rap for such language from such a person, but he asked the Court, as the matter would go further, to bear in mind what had taken place. On hearing this, Mr. Payne again broke out with : "I dare say not, nothing would hurt a scoundrel like you," and bending over the table in the direction of Mr. Gantz, his face white with rage, and tucking up his shirt sleeves, he again dared Mr. Gantz to repeat what he had said, out of Court. Mr. Gantz, who still remained perfectly cool, only remarked that he had made no insinuations against Mr. Payne. Not a word of rebuke, not a word of remonstrance fell from the Bench, and emboldened by the impunity with which Mr. Payne was allowed to discharge his Billingsgate, Mr. Kapp thought it was time he had his innings, and getting up, he went out and remarked something to Mr. Jung, the witness, and on his return, hearing the attention of the Court drawn to circumstance by Mr. Gantz, he turned round and called somebody (Mr. Gantz, we presume) "a blackguard," supplementing it with the remark that if the Court wanted it, he was ready to "endorse" what he and Mr. Payne had said, though he did not go so far as to inform the Court that he was also a "gentleman" which he should have done to cap his elegant observations. During this time, an immense crowd had gathered in the Court, witnessing the frantic frenzy and rage of Mr. Payne the "Gentleman," while Mr. D'Silva sat perfectly motionless with his head lowered evidently greatly alarmed at the menacing gestures, and disgusted with the filthy language, of Mr. Payne.

The Court we are told, did nothing, absolutely nothing, either to vindicate its own dignity or to soothe the feelings of Mr. Gantz. It was litterally dumb-foundered, stupefied, and paralized, while Mr. Payne rattled away, flinging dirt right and left, to his heart's content. Mr. Gantz is an Eurasian, well-known and highly respected in the Malabar coast.

In support of a petition addressed to the French Chamber of Deputies, praying that the right of divorce may be re-established "upon civil, moral, and political grounds," statistics are given in support of the argument that such an enactment is much needed :—

"These statistics show that in the twenty-three years, from 1840 to 1862, 28,640 suits for separation, or, upon an average, 1,219 a year, were brought before the tribunals. In 513 cases, separation was asked for after only a year's married life ; in 7,446 cases, after less than five years ; in 7,985 cases, after more than five and less than ten years ; in 10,295 cases, after from ten to twenty years ; in 4,341 cases, after from twenty to thirty years ; in 1,436 cases, from thirty to forty years ; and in 365 cases, after more than forty years of marriage. In no fewer than 22,763 cases the suit was commenced by the wife, the husband being the plaintiff in only 3,099 cases, the other 2,778 being cross-suits."

The grounds of the suit were, in at least seventy cases out of a hundred, "cruelty and neglect" on the part of the husband, adultery being charged in more than 2,000 cases.

The Commercial correspondent of the *Bombay Gazette* writes :—

"According to the New York *Financial Chronicle,* the supply of cotton to Europe, in the year ending 1st October next, will be 5,680,000 bales, of which 3,250,000 are American, 1,250,000 Indian, 520,000 Brazilian, 410,000 Egyptian, and 250,000 sundries. The year's consumption in Great Britain will be 1,265,000,000 lbs., and on the Continent 937,000,000 lbs., which, deducted from the above total of bales reduced to pounds, leaves a surplus visible and invisible of 81,000,000 lbs., or 202,500 bales. It thinks this small surplus a fact of great significance in a year of depression, but allows that the supply is taken at a minimum figure, and the consumption at a maximum."

But it also forgets the possible effect of a considerably reduced consumption in England during the four months of the year still to come—an effect which may greatly alter the totals.

Dr, Goolden, in a recent paper in the *Lancet* recommends nitrate of lead as a most effective deodoriser :—

"Bad smells from any cause whatever are removed as if by magic by its use. A pound of the material, costing less than a shilling, and in combination with common salt, furnishes sufficient to make nearly 400 gallons of fluid, so that it is also remarkably cheap. To prepare it for use, take for ordinary purposes half a drachm of nitrate of lead, dissolve it in a pint or more of boiling water, dissolve about two drachms of common salt in a pail or bucket of water, pour the two solutions together, and allow the sediment to settle. A cloth, dipped in this liquid and hung up, will sweeten a fœtid atmosphere immediately."

The value of such a discovery for many purposes, medical as well as domestic, is incalculable.

The following is for the benefit of the advertisers :—

"Mr. Holloway, according to an interesting article in the *Sporting Gazette,* spends £30,000 a year in advertising his pills. Messrs. Moses and Son have for years spent £10,000 a year in advertising. So have Messrs. Rowland and Son, of Macassar Oil renown. A similar sum is yearly expended in advertising Dr. de Jongh's cod liver oil. Messrs. Heal and Son spend £6,000 a-year in advertising their beds and bedding. Mr. Nicholls, the tailor, spends £5,000 a-year, and there are numbers of others who equal, and perhaps exceed, these amounts. Madame Tussaud pays the Atlas Omnibus Company alone £100 a month for advertising her waxworks on their knifeboards. But the largest advertiser in the world is Mr. Hembold, the great New York chemist, whose advertising costs him £2,000 *a week.* He has no less than 3,000 papers on his list. He has paid £750 for a single large displayed advertisement, and once offered £1,000 for a single page of the *New York Herald* on the day that the announcement of the fall of Richmond arrived, but it was declined because Mr. Gordon Bennett could not afford the room for it. Of course, it will be asked, can this prodigious expenditure on advertising pay? It only needs a glance at the names we have mentioned to show that it must pay. Mr. Holloway is worth about £2,000,000, and each of the others has amassed a great fortune. A strong case, this, in favour of printer's ink as the real *arcanum.*"

CONSIDERATIONS ON THE CRIME OF INFANTICIDE AND ITS PUNISHMENT IN INDIA.

(By Sir Madava Rao, K. C. S. I. Dewan of Baroda, &c., &c.)

A woman puts to death her own child as soon as it is born, or shortly after birth. It is, of course, a *great* offence, and it should, by all means, be punished adequately in view to deter the same woman, and to deter other women, from committing such offence. But I am of opinion that *capital* punishment for such an offence---the putting to death of the mother of the child is too severe and very cruel. I do not advocate the abolition of capital punishment in general. I limit myself to the position that capital punishment in the particular class of cases I am speaking of is excessive and cruel.

The great, and probably the sole, justification of human punishment is the necessity of checking, and, if possible, preventing offences. Punishment, therefore, must to limited to the requirements of this necessity. If punishment goes *beyond* this necessity, the excess can have no justification—the excess must be nothing but useless mischief—nothing but a wasteful employment of pain—nothing but pure cruelty. What I hold is that, in the class of cases under consideration, death-punishment goes far beyond the requirements of necessity. Accordingly, whenever I have noticed instances of women being hanged for such offences, I have been deeply moved ; and such instances occur in British India. My strong belief is that, for the convicted women in question, imprisonment for a certain period say of seven years would be quite sufficient punishment, sufficient in reference to the great object and the great justification of human punishment. My belief (in other words) is, that if the law substitute the much lower punishment I recommend, *the cases of infanticide would not multiply,* in India at least. My conviction in this respect is as strong as conviction can be. I beg permission to endeavour to explain the grounds of this conviction. Most or many cases of infanticide in India occur under following circumstances :, A woman is married early. She unfortunately becomes a widow while yet in the vigour of health and spirits. Caste-rules prohibit remarriage. The young widow, overpowered by the least governable of passions, yields for a moment to the passion. Conception follows, and so delivery. Overpowered by shamei overpowered by the fear of social opinion, she puts to death her own child at its birth. The dire offence is thus committed. What is, then, the motive? It is not of the kind that prompts ordinary offences, such as avarice, resentment, &c., &c. The poor woman has no design to seek pleasure or profit for herself through injury to others. The fact is, the woman is extremely sensitive to social opinion. She dreads the public exposure of her frailty. The more sensitive she is, the more she respects social opinion, the more she dreads that opinion. For this, native social opinion is largely responsible, the social opinion which prohibits the remarriage of the young widow and thereby exposes her to the greatest of temptations. Let us now try to estimate the degree of that dread of social opinion, which prompts the widow to the crime. How great is the natural affection and love of the mother to her own child! How dear is the child to her? Yet, she sacrifices the child in order to escape social censure. It is thus practically proved that her respect for social opinion is *much stronger* than even her affection for her child. She is driven to sacrifice her own child rather than sacrifice the good opinion of society. That society must be cruel indeed, which puts a woman to death for preferring the good opinion of that society to the existence of her own child, In sacrificing her own child, *what a terrible punishment the mother inflicts on herself!* For inflicting on herself such a terrible punishment, is she to be herself put to death? It is evident, from the very nature and circumstances of the case, that the woman *more* dreads the shame of being detected in her frailty, than she dreads the pain of sacrificing her own child, plus the risk she runs of being herself hanged. For the sake of brevity, let us say that the pain involved in the shame of being detected in her frailty equals *A* ; the pain of sacrificing her own child equals *B* ; the risk she runs of being herself hanged equals *C.* Then, it is evident that, in the case of the unfortunate mother, *A* is greater than *B* plus *C.* A wise and humane legislator then, ought to employ *A* itself as the means, as the most efficacious means, of punishing the woman. In other words, punish the woman by making her suffer that pain, that very pain, which she *most* dreaded. Sentence her publicly, send her to gaol publicly, keep her there publicly, and let her suffer the pain of shame which she had dreaded so much. Would not that be a sufficiently deterring punishment? Should she be *put to death* by way of punishment? The punishment of imprisonment I propose would be compounded of the following quantities of pain, namely :---

(1.) The pain of imprisonment in the gaol.

(2.) The pain of being detected in her frailty the pain she had *most* dreaded.

(3.) The pain of the remembrance of her having vainly sacrificed her own dear child.

(4.) The pain of having brought so much shame upon her relations and friends.

To any woman these quantities of pain must be great in proportion to woman's enhanced sensibility. But the woman, situated in the circumstances we are contemplating, is peculiarly sensitive, for it is her very sensitiveness that brought her into that situation. And let it be remembered that each pain above noted is not of a momentary or transitory character. The quantity of each kind of pain must be multiplied by a great number of days through which that pain lasts. Pain No. 1 must be multiplied by the number of days for which she is sentenced to be imprisoned. Pain No. 2 must be multiplied by the number of days *she lives.* The other items of pain must also be similarly multiplied. Surely, the aggregate quantity of these several products would be a sufficient punishment---would be a sufficient deterrent in such a case. But hang the poor woman ; she is released from all pain in five minutes. Let the punishment be regarded as an *example* to others ; and even then the punishment I advocate has a clear advantage over that of death. The example is, of course, intended to operate on women. But women in India seldom go to see *executions!* They do not read newspapers, and have no access to the published narratives of executions. When an execution takes place the knowledge of it reaches a small number of women only. But in the case of the punishment I advocate, the female culprit being alive in the gaol, she is likely to be seen, espicially if sentenced to labour. Being kept alive, she is frequently the subject of conversation, and consequently her punishment is kept more before the female public mind. Even when the culprit is liberated after undergoing sentence, she serves as an example all around. The ignominy she carries with her is a perpetual warning to others. There is yet another point of view. A great deal of the efficacy of punishment depends upon its *certainty.* The larger the proportion of offenders punished, the more certain is the punishment and the more efficacious it is. I submit that, if the punishment be what I advocate, the proportion of convictions obtained in the cases under consideration will be far greater than at present. Where death is the penalty of the law, men naturally shrink from giving information of the offence under reference. Many shrink from even giving evidence. I do not, of course, refer here to death as a punishment of an ordinary murderer. In such cases the public feel alarm, they feel a sense of danger to themselves, indignation is aroused ; and the consequence is, information and evidence flow in freely. But I am speaking of female offenders of a particular class. In this class of cases there is little alarm, there is little danger, there is little public indignation. There is more of pity—there is more perhaps of commiseration. The idea of being instrumental to sending a young, bashful, and peculiarly sensitive woman to the gallows has but few attractions even to the sternest natures. What is the consequence? The proportion of convictions obtained is small in reference to the number of actual offences of the kind. The chance of conviction is diminished. It, then, *adds* to the temptation to commit the offence. A few are occasionally caught and convicted, and these few suffer more than they ought, because the many escape! It is an important principle which the legislator ought to keep in view, that the punishment he enacts should be popular—should carry public approbation---should commend itself to the popular sense of justice. But hanging young women of the class I am speaking of infringes this cardinal principle. I doubt if a single native of India who witnesses an execution of the kind, would say "rightly served" or "justice has been done," or "the the culprit has properly expiated her offence." I am not sure that I have sufficiently explained the grounds of my strong conviction that death-punishment is excessive and cruel in such cases. But I feel something like an instinctive conviction, and it is not always easy to fully explain the grounds of such conviction. I feel certain that if the punishment I advocate be substituted for that of death, the offence under consideration will not increase. If the offence *will not increase,* it will be a sufficient reason to adopt my view. But I go further, and maintain that the offence in question *will actually diminish,* while the lives of many unfortunate widows will be saved. It is not long since legislators have discovered that death-punishment is needless in a great number of offences, such as counterfeiting coin, forgery, and prejury. It is to be hoped that it will not be long before legislators discover that death-punishment is needless in this particular class of offences also.

ACKNOWLEDGEMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	Ans.	P.
V. C. Venkuta Challum Moodeliar Esqr., Shahabad	5	0	[illegible]
Balvautrai Sivaprosad Esqr., Wagru	5	0	[illegible]
P. Mangapathy Naidu Esqr., Madras	5	0	[illegible]
M. Mooroogosa Pillai Esqr., Madras	5	0	[illegible]
A. Rajahgopal Pillai Esqr., Muttucka	5	0	0
V. Soobanna Moodeliar Esqr., Secundrabad	5	0	0
G. Sreenivasa Rao Naidu Esqr., Secundrabad	5	0	0
A. Mootoosawmy Moodeliar Esqr., Secundrabad	5	0	0
Narayan Sreenivas Esqr., Secundrabad	5	0	0
Jayram Rao Esqr., Tandur	5	0	0
V. Balakristna Moodeliar Esqr. Balarum	5	0	0
Kesav Rao Narayan Esqr., Tandur	5	0	0
Bapoobhai Jadavrai Esqr., Amreli	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

ঢাকাতে একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকার নবাব গণিমিয়া, রাজা কালীনারায়ণ প্রভৃতির দানে এটী সংস্থাপিত হইয়াছে। যে দিন এই স্কুল সংস্থাপিত হয় সে দিন বাবু দীননাথ সেন একটী বক্তৃতা করেন। এই উৎসবে বিস্তর লোক উপস্থিত হন।

আমরা সংবাদ পাইলাম যে নড়াল মহকুমায় কোন স্থানে প্রজায়২ বিবাদ হইয়া একটি খুন হওয়াতে সে স্থানের ও চতুষ্পার্শ্বের লোকে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। ভীত হওয়ার কারণ এই যে কখন কাহার উপর কি চার্য আইসে তাহার ঠিকানা নাই। মফঃস্বলবাসীরা অবগত আছেন যে কখন কোন স্থানে একটি খুন হইলে সেখানে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে হুলুস্থুলু পড়িয়া যায়। কেবল ধর মার কাট, এই কোলাহলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভয়ে জড়িত হয়। এ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কর কারণ ইহার উপর সন্দেহ হয়, ইহাকে ধর কারন ইহার সঙ্গে খুনী ব্যক্তির আদোয়াদি ছিল, ইহাকে হাজতে দেও কারণ এ খুনের সংবাদ দেয় নাই, এই রূপে ফৌজদারি আইন সকল যেরূপ সিদ্ধির ঝুলি ও কল্পতরু তাহাতে যদুকে রামচাঁদ খুন করিলে হাকিম মনে করিলেন সে প্রদেশের অর্দ্ধেক লোককে ফাটকে দিতে পারেন। ভরসার মধ্যে নড়ালের হাকিমটী অতি সদাশয় ও বিজ্ঞ। ইংরাজ হাকিমেরা না বুঝিয়া এই কঠোর শাসন দ্বারা দেশ উচ্ছিন্ন দিলেন। আবার বাঙ্গালি বাবুরা যদি সেই রূপ অনুসরণ করেন তবে প্রামরা কাহার মুখের দিকে তাকাইব। কিন্তু একটি দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী হাকিম দেখিলে নানা কারণে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

বোলন পাশ লইয়া ক্রমে ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন যে, আফ্রিডিসেরা সহজে শান্ত হইবে কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে তাহারা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন।

কৃষ্ণনগর হইতে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটী সম্বাদ পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাহার বাটির কাছে একটি মুসলমান রমণী একটি হনুমান প্রসব করিয়াছে। হনুমানটি মৃত্যু অবস্থায় গর্ভ হইতে পতিত হয়। সম্বাদ প্রেরক ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৭৬ সালের ৪ আইন।

নূতন মিউনিসিপাল আইন।

এই আইন আগামি জুলাই মাসের ১লা হইতে প্রচলিত হইবে। ইহার দ্বারা কলিকাতার ১৮টী পুলিস থানার এলাকা অনুসারে শহরকে ১৮টী ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রত্যেক পুলিস সেকসনের এক২ পৃথক ২ বিভাগ স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে।

তন্মধ্যে শ্যামপুকুর, কুমারটুলি, বটতলা, সুকিয়া ষ্ট্রীট, পদ্মপুকুর এবং হেষ্টিংস অর্থাৎ কুলিবাজার এই ছয় বিভাগ অর্থাৎ পুলিশ সেকসনের প্রত্যেক বিভাগ হইতে দুইজন করিয়া এবং বক্রি ১২ বিভাগের প্রত্যেকটী হইতে তিন জন করিয়া মিউনিসিপাল কমিশনার মনোনীত হইতে পারিবে।

গত ১৫ই জনুয়ারির মধ্যে যে ব্যক্তি (পুরুষ) ১৮৭৫ সালের দরুন ২৫ টাকার কম নহে রেঠ এবং টেক্সো দিয়াছেন, তিনি যে বিভাগে অর্থাৎ যে পোলিশ থানার এলকায় বাস করেন কিম্বা যে বিভাগে তাহার ব্যবসার স্থল অছে অথবা সম্পত্তি অছে, তিনি সেই বিভাগের মধ্যে "ভোট দিতে" অর্থাৎ কমিশনার মনোনীত করিতে ক্ষমবান হইবেন।

যিনি ১৮৭৫ সালের জন্য ও উক্ত তারিখের মধ্য রেট এবং টেক্সোর হিসাবে ৫০ টাকা দিয়াছেন তিনি মিউনিশিপাল কমিশনার হইতে পারিবেন।

এতসম্বন্ধে অন্যান্য নিয়ম উক্ত আইনের দ্বিতীয় ... র প্রথম ভাগে পাওয়া যাইবে।

এই করিতে...

যে সমস্ত ব্যক্তি ভোট অর্থাৎ কমিশনার মনোনীত করিবার ক্ষমতা ইচ্ছা করেন অথবা যাঁহারা মিউনিসিপেল কমিশনার হইতে মানস করেন তাহাদিগকে তাহাদিগের নাম রেজেষ্ট্রি করণ জন্য আমার নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে এবং উক্ত দরখাস্তে ১৮৭৩ সালের ১৫ জানুয়ারির অগ্রে ১৮৭৫ সালের দরুন রেট এবং টেক্সের হিসাবে যত টাকা দয়াছেন এবং সেই রেট কোন সম্পত্তির বাবত দিয়াছেন তাহার বিবরণ লিখিতে হইবে।

রবার্ট টরনবুল,

জষ্টিসদিগের সেক্রেটারি।

সংবাদ

—কানপুরে ইতি মধ্যে কিরোসাইন তৈল দ্বারা একটী বিপদ উপস্থিত হয়। তথায় একটী নাট্যশালায় কতক গুলি সাহেব ও মেম বাদ্য শ্রবণ করিতে ছিলেন। গৃহে পাখা ঝুলান ছিল। এক জন সেই পাখা টানিতে ছিল। এই পাখার এক গাছি দড়ি খুলিয়া যাওয়ায় পাখার এক দিক নিম্ন হইয়া পড়ে। পড়িবার সময় গৃহের প্রাচীরে কিরোসাইন প্রদীপ ছিল তাহাতে লাগে। লাগিবা উহা ভাঙ্গিয়া যায়। এই দীপের নিম্নে এক জন মেম ছিলেন। মেমের উপর এই ভগ্ন প্রদীপ পড়ে। প্রদীপ হইতে তৈল বাহির হইয়া মেমের সমুদয় কাপড় মাখা হয়। তৎপরে ইহাতে প্রদীপের আগুন লাগে। নিমিষে মেমের কাপড়ে আগুন ধরিয়া যায়। মেমের চতুর্দ্দিকে মুহূর্তকের মধ্যে অগ্নি কুণ্ড হইয়া উঠে। তিনি প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত গৃহে দৌড়া দৌড়ি করিয়া আরো দুই জনের বস্ত্রে আগুন দেন। সে আগুন প্রবল না হইতে নির্ব্বাণ করা হয়, কিন্তু তাহার সমুদয় শরীর পুড়িয়া যায়। মেমের মৃত্যু হইয়াছে।

—সে বৎসর চিন হইতে কলকাতায় এক জন অদ্ভুত দীর্ঘাকারের মনুষ্য আইসে। এবার মান্দ্রাজে এই রূপ আর এক জন মনুষ্য আসিয়াছে। তিন পয়সা দিলে ইহাকে দেখা যায়। এ কত বড় উচ্চ সে সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। কেহ বলে যে এ দাঁড়াইয়া রাস্তার উপর যে গ্যাসলাইট আছে উহাতে চুরট ধরাইতে পারে, কেহ বলে এ দশ ফিট উচ্চ এবং হস্ত প্রসারণ করিয়া ১৩ ফিট উচ্চ হইতে দ্রব্য পাড়িতে পারে। এ জাতিতে রজপুত। যাহারা ইহাকে ভাল করিয়া দেখিয়াছেন তাহারা বলেন যে ইহার উচ্চতা ৭ ফিট দুই ইঞ্চ।

—চিনে এবার অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে শস্যের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে এবং লোকের নানা রূপ রোগ হইতেছে। চিনেরা এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বে বরুণ দেবের পূজা করে। সম্রাট স্বয়ং বরুণ দেবের উপাসনা করেন এবং তিনি আজ্ঞা প্রচার করেন যে, সর্ব্ব সাধারণে বৃষ্টির নিমিত্ত বরুণ দেবের নিকট প্রার্থনা করে কিন্তু ইহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হন নাই। বরুণদেব এত প্রার্থনাতেও তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই। সম্প্রতি তাহারা বৃষ্টির নিমিত্ত আর এক নূতন উপায় অবলম্বন করিতেছে। চিন দেশের একটী মন্দিরে এক খানি লৌহ চক্র আছে। এই লৌহ চক্র খানির অদ্ভুত গুণ আছে। এক বার চিন দেশে এই রূপ অনাবৃষ্টি হয় এবং এই লৌহ চক্র দ্বারা বৃষ্টি হইয়াছিল। উহা পিকিনে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এক জন প্রধান চিন রাজ পুরুষ গমন করিয়াছেন। অতিশয় সমারোহ পূর্ব্বক এখানি আনয়ন হইতেছে। আনয়ন করিয়া উহা হিলংটং নামক স্থানে রক্ষিত হইবে। লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইহা আনয়ন করিলেই বৃষ্টি হইবে, কারণ যখন চিনেরা এই রূপ বিপদাপন্ন হইয়া এই চক্র দ্বারা বৃষ্টির প্রার্থনা করিয়াছে তখনই বৃষ্টি হইয়াছে।

—চন্দ্রনগরে এক দল জুয়াচোর বাস করে। ইহারা এ পর্য্যন্ত কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলি লোক আছে। ইহারা নানা রূপ সাজ সাজিয়া লোককে ঠকায়। অনেক সময় ইহাদের মধ্যে এক জন কৃত্রিম নবাব হইয়া প্রেমারা খেলিয়া লোককে প্রবঞ্চনা করে। এই জুয়াচোরেরা অনেকে কলিকাতায় নানা বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করে। ইহাদের অসাধারণ ক্ষমতা এই যে, ইহারা এক জনের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিতে পারে যে তাহাকে কোন্ কথায় ফাঁদে নিঃক্ষেপ করিতে পারিবে। এই জুয়াচোরদিগের প্রবঞ্চনার অনেক রূপ গল্প প্রচলিত আছে এবং বোধ হয় অনেকে ইহা জানেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, কলিকাতায় বুঝি এই রূপ জুয়াচোরের প্রাদুর্ভাব। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে গিরগামেতেও এই রূপ একটী জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রজী নামক এক ব্যক্তি এই রূপে দশ হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছেন। ইহার নিকট এক জন দালাল আসিয়া বলে যে, বলা সাহেব নামক এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তির এক জন এজেণ্টের প্রয়োজন। তিনি ইন্দ্রজীকে এই পদে নিযুক্ত করিতে চান। ইন্দ্রজী এই কথা বিশ্বাস করিয়া বালা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইন্দ্রজীকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিবেন স্থির হয়, তবে তিনি একটী আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে, ইন্দ্রজি যে সম্পত্তিশালী তিনি তাহার প্রমাণ চান। ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রজি দশ হাজার টাকার নোট লইয়া বালা সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়, এবং বালা সাহেব এই টাকা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। বোম্বাইয়ে ইতি পূর্ব্বে এই রূপে এক জন ১৫ হাজার ও এক জন ২০ হাজার টাকা হারান। ইহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রজিকে বঞ্চনা করিয়াছে, চন্দ্রনগরের জুয়াচোরেরাও এই উপায় অবলম্বন করিয়া লোককে ঠকাইয়া থাকে এবং এখানকার অনেক লোককে এই রূপে ২০।৩০ হাজার টাকা ঠকাইয়াছে। আমাদের বোধ হইতেছে কলিকাতায় যাহারা জুয়াচুরি করে তাহারাই বোধ হয় বোম্বাইয়ে গিয়া এই কাজ করিয়াছে। এই রূপ রাষ্ট্র যে, ইহারা উৎকোচ দিয়া পোলিসকে বাধ্য রাখে, এমন কি, অনেকের বিশ্বাস যে উচ্চ পদস্থ পোলিস কর্ম্মচারিরাও ইহাদের বাধ্য। ইহাদের মধ্যে এক জন এক বার ফাটকে যায়, কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেব তাহাকে ছাড়িয়া দেন।

—প্রুসিয়ার কোন স্থানে এক জন কাগজ দ্বারা চামড়ার ন্যায় বস্তু প্রস্তুত করিতেছেন। ইতি পূর্ব্বে আমেরিকায় এক জন কাগজের দ্বারা চামড়া প্রস্তুত করিয়া কৃতকার্য্য হন। ইহা অতি সহজে প্রস্তুত হয়। ৫০ কি ৬০ ইঞ্চ পরিসর এবং ১২ ফিট লম্বা কাগজে আসফলটম নামক একটী দ্রব্য মাখাইতে হয়। তৎপর উহা উননের আগুণে শুষ্ক করা কর্ত্তব্য। শুখাইলে উহার উপর পিমিস নামক পদার্থ ঘসিতে হয়। তদপরে উহা এক খানি আধারের উপর বিস্তৃত করিয়া আবার উননে শুখান কর্ত্তব্য। এই রূপ শুখাইয়া কাগজ বার্ণিস করিলে চামড়ার মত হয়।

—উপরে আমরা কাগজের দ্বারা চামড়া প্রস্তুতের বিষয় উল্লেখ করিলাম। আমেরিকার আবার কাগজের দ্বারা দারু নির্ম্মিত বাক্সের ন্যায় কঠিন বাক্স প্রস্তুত হইতেছে। পাওনিয়ার এ বিষয়ে এই রূপ লিখিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এই রূপ গ্লাস প্রস্তুত হইয়াছে যাহাতে আঘাত লাগিলে ভাঙ্গিবে না, এই রূপ কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে যাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইবে না এবং এরূপ বস্ত্র হইয়াছে যাহা জলে ভিজিবে না, কিন্তু আমেরিকায় ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা কাগজের দ্বারা কাষ্টের ন্যায় শক্ত বাক্স প্রস্তুত করিতেছে। মদ কাষ্টের বাক্সে রাখিয়া প্রস্তুত করিলে উহার তার নষ্ট হয়, অথচ এ পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে মদ প্রস্তুতের নিমিত্ত সকলের দারু নির্ম্মিত বাক্স ব্যবহার করিতে হইত। আমেরিকাবাসীরা মদ্যপায়ীদিগের এই মনঃ কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। তাহারা কাগজের দ্বারা এরূপ বাক্স প্রস্তুত করিতেছেন যে উহাতে কাষ্টের নির্ম্মিত বাক্সের সমুদয় গুণ আছে, অথচ কোন দোষ নাই।

—বেলজিয়ামে একটী নূতন মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। সেখানে কেরোলাস নামক এক জন বিখ্যাত চিত্রকর আছেন। ইহার এক খানি চিত্রের অনুরূপ অপর এক ব্যক্তি চিত্র করেন। এই অনুরূপ চিত্রের নিম্নে কেরোলাসের নাম দিয়া উহা বিক্রয় করে। কেরোলাস এই নিমিত্ত অনুরূপ চিত্রকারীর নামে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন যে, সে মিথ্যা করিয়া তাহার নাম দিয়া চিত্র উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। বিচারপতিরা এই মকর্দ্দমার এই রূপ বিচার করিয়াছেন। তাহাদের বিবেচনায় অনুরূপকারী ইহাতে কোন অন্যায় করে নাই। সে যদিও চিত্রের নিম্নে কেরোলাসের নাম দিয়াছে কিন্তু সে এ কথা বলে নাই যে ইহা তাহার হস্তে চিত্রিত। সে যখন তাহার চিত্র কেরোলাসের চিত্রের অনুরূপ ইহা স্বীকার করিয়া উহা বিক্রয় করিয়াছে, তখন কোন মতে প্রবঞ্চনা করে নাই।

—শ্যাম দেশের রাজা নিজ রাজ্যের মধ্যে তাড়িত বার্ত্তাবহ সংস্থাপন করিতেছেন। ইহার সমুদয় পায়োজন হইয়াছে। কৃতকর্ম্মা এক জন সাহেব সম্প্রতি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার নিকট ১২ জন শ্যামবাসী যুবা এই কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। ইহারা শিক্ষিত হইলে ইহাদের হস্তে তাড়িত বার্ত্তাবহের কতক ভার অর্পিত হইবে। এ সম্বাদটী শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এই আনন্দজনক সম্বাদের মুল ইংরাজদিগের এ দেশে আগমন। যদি ইংরাজদিগের এ দেশে আগমনে আসিয়ার স্বাধীন রাজ্য সমুদয়ের উন্নতি হয়, যদি চিন, জাপান, শ্যাম, পারশ্য প্রভৃতি দেশের উন্নতি হয়, তাহা হইলে আমরা পরাধীন অবস্থাকেও শ্লাঘা মনে করিব। হিন্দু জাতির প্রধান গৌরব নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরোপকার করা। ইহাতে ভারতবর্ষের সেই গৌরব আরো বৃদ্ধি হইবে।

—মধ্য আশিয়ার মুসলমানেরা রুশদিগের সঙ্গে এখনও তুমুল সংগ্রাম করিতেছে। রুশিয়ার এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মার্বে ৩০ সহস্র মুসলমান রুশিয়ার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। ইহারা রুশিয়া কর্ত্তৃক পরাভুত হইয়া আফগানবাসীদিগের নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছেন। মহাম্মুদেরপ্রচারিত ধর্ম্ম যাহারা বিশ্বাস না করে মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফের বলে। এই কাফেরদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তাহারা ধর্ম্ম যুদ্ধ বলে। তাহাদের বিশ্বাস যে এ রূপ যুদ্ধে জয়ী হইলেও স্বর্গে গমন করা যায় এবং সংগ্রামে হত হইলেও স্বর্গে স্থান হয়। এই নিমিত্ত কাফেরদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মুসলমানেরা অনেক সময় আত্ম কলহ বিস্মৃত হইয়া সকলে একত্রিত হয়। মুসলমানদিগের এই রূপ ঐক্যতা বলে তাহারা এক দিন দিগ্‌বিজয়ী হইয়া ছিল। এই নিমিত্ত এখনও তাহাদিগকে সকলে আশঙ্কা করেন। যদি মুসলমানেরা সভ্য ও সুশিক্ষিত হইত এবং তাহাদের কোরাণের লিখিত ধর্ম্মে অচল ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাহারা এখনও পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিতেন।

—পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, নিশাদল জলে গুলিয়া রঙ্গিন বস্ত্র ধৌত করিলে অতি অল্প ব্যয়ে ও সহজে উহা পরিষ্কৃত হয়। সাহেবদের গলা বাঁধ ও টুপি ইহা দ্বারা অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায়। এই জল ব্রুসে ভিজাইয়া টুপি কি গলা বাঁধ ধৌত করিলে উহা অতি অল্প সময়ে পরিষ্কৃত হয়। নিশাদল দ্বারা যদি প্রকৃত এই রূপ পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে ইহাতে সাহেবদিগের কতক উপকার হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বিশেষ কোন উপকার নাই। আজ কাল আমাদের দেশের একটী প্রধান কষ্ট ধোপার অভাব। ধোপার কষ্ট শুদ্ধ কলিকাতায় আবদ্ধ নহে। বাঙ্গলার অনেক স্থানে লোক এই কষ্ট ভোগ করে। যদি কোন রাসয়নিক এ দেশীয়দের বস্ত্র ধৌত করার একটী সহজ উপায় বাহির করিতে পারেন তাহা হইলে দেশের বিস্তর উপকার হয়। আজিমগঞ্জের একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক রূপ মাটি পাইয়াছেন। ইহা দ্বারা লোমজ বস্ত্র উত্তম পরিস্কৃত হয় কিন্তু কার্পাস বস্ত্র পরিস্কৃত হয় না।। আমরা শুনিয়াছি আমেরিকায় এক রূপ গুড়ো আছে। উহা দ্বারা অনায়াসে আপনা আপনি বস্ত্র ধৌত করা যায়। কেহ যদি আমেরিকা হইতে এই গুড়া এ দেশে আমদানি করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি বিস্তর উপার্জ্জনও করিতে পারেন ও সেই সঙ্গে দেশেরও বিস্তর উপকার হইতে পারে। অভাব হইলে নিসর্গ তাহা নিরাকরণ করেন এটী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বস্ত্র ধৌত করার কোন উপায় এত দিন প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। যে রসায়ন শাস্ত্র দ্বারা কত২ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহার সাহায্যে যে একটী সামান্য অভাব মোচনের কোন উপায় নির্দ্ধারণ হইবে না এটীও আশ্চর্য্য বিষয়। এ দেশে এখন অনেকের ইচ্ছা যে, তাহারা সংসারে কোন নূতন বিষয় প্রকাশ করেন। যাহাদের এই রূপ উচ্চ অভিলাস আছে তাহারা কেন এই উপকারজনক ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যটী আবিস্কার করার যত্ন করুন না?

—সেণ্ট পিটার্সবার্গে অতি পুরাতন কালের এক খানি কোরান আছে। এই কোরান খানি খলিফা অসমান নিজ হস্তে লিখেন। মাহামুদের মৃত্যু হইলে তিন জন খলিফার পরে অসমান রাজত্ব ভার প্রাপ্ত হন। সমরকন্দ পুস্তকালয় হইতে রুসেরা ইহা সেণ্ট পিটার্সবার্গে লইয়া যায়। এই পুস্তক খানি আজ ১২ শত বৎসরের, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইহার কিছু মাত্র নষ্ট হয় নাই। খলিফা অসমান ইহা পাঠ করিতে২ নিজের পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত আপন শরীর অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিতেন। তাহার শরীর হইতে সেই সময় যে সমুদয় রক্ত বিন্দু কোরাণের উপর পতিত হয় সে রক্তের চিহ্ন অদ্যাপি এই পুস্তক হইতে অপলুপ্ত হয় নাই। এরূপ গ্রন্থ বোধ হয় মুসলমানেরা অমূল্য রত্ন মনে করেন। এবং যদি মুসলমানদিগের পূর্ব্বের ন্যায় বল বীর্য্য থাকিত, হয় ত এই কোরান লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত সহস্র২ মুসলমান সেণ্ট পিটার্সবার্গে উপস্থিত হইতেন।

—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে পোলিস কর্ম্মচারিরা চাউল পড়া, মাটী পড়া প্রভৃতি দ্বারা চোর বাহির করেন এবং অনেক সময় এই সহজ উপায়ে চোর ধৃত হয়। বাঙ্গলারও এক কালে এই উপায় অবলম্বন করিয়া চোর ধৃত হইত। আমরা এ সম্বন্ধে একটী গল্প শুনিয়াছি। এক দিন কোন মেলাতে এক ব্যক্তির অনেক টাকা চুরি যায়। অপহৃত ব্যক্তি পোলিসে সম্বাদ দেওয়ায় পোলিস চোর বাহির করিবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করিলেন কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইলেন না। পরে এক জন পোলিস কর্ম্মচারী এক খানি বেত্র দ্বারা একটি স্থান ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। শুদ্ধ মাটিতে এক জন পোলিস কর্ম্মচারী বেত্রাঘাত করিতেছে দেখিয়া সেখানে অনেক লোক জুটিয়া গেল এবং অনেকে কি উদ্দেশে এই বেত মারা হইতেছে কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পোলিস কর্ম্মচারী তাহাদের কথার কোন উত্তর দিল না। এক জন ভিন্ন আর সকলেই কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া চলিয়া গেল। এই ব্যক্তি পুনঃ২ পোলিস কর্ম্মচারিকে বেত্রাঘাতের উদ্দেশ্য কি জানিবার জন্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পোলিস কর্ম্মচারী বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল কিন্তু সে একটু পরে আবার আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল বেত্রাঘাতের কারণ কি। পোলিস কর্ম্মচারী আবার তাহাকে তাড়াইয়া দিল। এই রূপ তিন চারি বার তাড়া খাইয়া আবার যখন সে ব্যক্তি আসিয়া পোলিস কর্ম্মচারিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল তখন কনেস্টেবল বলিল যে, যে ব্যক্তি টাকা চুরি করিয়াছে তাহার পৃষ্ঠ দেশে এই বেত্রাঘাতের দাগ পড়িয়া যাইবে। এই কথা শুনিবা মাত্র এই ব্যক্তি নিজের পৃষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। যে সে আপনার পিট দেখিয়াছে আর কনেষ্টাবলেরা তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল। ধৃত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল যে সে চুরি করিয়াছে। কিন্তু এ গল্পটি যদি সত্য হয় তবে সে অনেক দিনের কথা। এখন লোক সেয়ানা হইয়াছে। এখন এ রূপ কৌশলে বাঙ্গলায় অন্ততঃ চোর বাহির করা কঠিন, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি এখনও কখন২ বাঙ্গলার পোলিস কর্ম্মচারিরা এই রূপ উপায়ে অনেক সময় চোর ধরিয়া থাকেন। বড় বাজারের এক জন হিন্দুস্থানীর এ সম্বন্ধে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। আমরা ইহার ক্ষমতা সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে এক বার লিখিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি অনেক সময় চোর বাহির করিয়াছে।

—তুর্কির সুলতান কি রূপে প্রাণ ত্যাগ করেন সে সম্বন্ধে আমরা গত বার লিখিয়াছি। তিনি যে কাঁচি দ্বারা আপনার হস্তের শিরা চ্ছেদন করেন সেই কাঁচি খানি ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এক জন সম্পাদক তুর্কিবাসীদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। তুর্কির আজ কাল অর্থের অতিশয় অসচ্ছলতা এবং সম্পাদক পরামর্শ দিয়াছেন যে, উক্ত কাঁচি ইংলণ্ডে লইয়া যদি টিকিট করিয়া সাধারণকে প্রদর্শন করান যায়, তবে ইহা দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে ও তুর্কিরও বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডের লোকের যত অর্থ আছে এবং ইংরাজেরা যেরূপ আমোদপ্রিয় তাহাতে বোধ হয় সম্পাদক যাহা উপহাস করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রকৃত যদি কেহ ইংলণ্ডে এই কাঁচি লইয়া যান তাহ হইলে ইহা দ্বারা বিস্তর অর্থোপার্জ্জন হয়। যে সম্পাদক এই প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন আত্ম হত্যার পক্ষে শরীরের শিরা কাটিয়া দেওয়া যেরূপ সুন্দর উপায় এরূপ সুন্দর ও সুখকর উপায় আর কিছু নহে। ইহা দ্বারা যে পরিমানে শরীর হইতে রক্ত নিঃশেষ হইতে থাকে, জীবন সেই পরিমানে দেহ হইতে অন্তর্হিত হইতে থাকে ও শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নিদ্রার আকর্ষণ হয় এবং শেষে ঘোর সুষুপ্তি উপস্থিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ হয়।

—হলওয়ে সাহেব তাহার ঔষধের বিজ্ঞাপনে বৎসর ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। মোজেজ এণ্ড সন নামক আর এক কোম্পানি বৎসর বৎসর বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। রোলাণ্ড এণ্ড সন তাহাদের বিখ্যাত মাকাসার ওয়াইলের নিমিত্ত বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ডিজোন তাহার কডলিবর ওয়াইলের নিমিত্তও এই রূপ বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। হিল এণ্ড সন নামক ব্যবসায়ীগণ উৎকৃষ্ট শয্যা ও খাট প্রস্তুত করেন। তাহারা বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত বৎসর ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বিলাতে নিকলস এবং অন্যান্য দরজিরা বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত ৫০।৬০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। ম্যাডাম টসার্ড নামক এক জন মোমের পুতুল প্রস্তুত করেন এবং তিনি বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত মাসে হাজার টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু পৃথিবীতে যিনি বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত যত টাকাই ব্যয় করুন নিউওয়ার্কের সায়নবিৎ হামবোল্ড সাহেবের সঙ্গে কেহ পারিয়া উঠেন না। হামবোলড সাহেব [illegible] সপ্তাহে ২০ হাজার টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করেন। তিনি তিন হাজার সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তিনি এক বার একটী বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত ৭৫০০ টাকা প্রদান করেন এবং এক দিন নিউইয়ার্ক হেরালডের এক পাতায় বিজ্ঞাপন প্রদানের নিমিত্ত দশ হাজার টাকা অর্পণ করেন, কিন্তু হেরালডের সম্পাদক স্থানাভাবে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে বিজ্ঞাপনে এত টাকা ব্যয় করিয়া হয় ত তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, কিন্তু ইহার উত্তর এই যে, উপরে যে কয়েক জন ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশিত হইল ইহারা সকলেই অতুল ধনসম্পত্তি করিয়াছেন এবং ব্যবসায়ই তাহাদের সকল ঐশর্য্যের মূল। হলওয়ে সাহেব এই রূপে দুই কোটী টা,

উপার্জ্জন করিয়াছেন। উপরের সংবাদটী পাঠ করিয়া কেহ২ ভাবিতে পারেন যে, সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা কেবল বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে কল্পনা করিয়া এ সমুদয় লিখিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞাপনের দ্বারা ব্যবসাদারদিগের প্রকৃত উপকার হয় কি না তাহা এ দেশে যাহারা প্রধান২ সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান করিয়া থাকেন তাহারা অনায়াসে বলিতে পারেন। আমরা জানি অনেকে এই বিজ্ঞাপনের বলে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন।

—মহারাণী বিকটরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসন আরোহণ করিয়া ১৭৪ জনকে ব্যারনেট উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী সুপ্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করেন মহারাণী তাহাদের ১১ জনকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই ১১ জনের নাম মাকনটন, পিটিঞ্জর, হগ, কারি হাবেলক, জে লরেন্স, হেনরী লরেন্স, আউটরাম, নেপিয়ার, ট্রেবিলিয়ান এবং ফ্রেয়ার। আমরা যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিলাম ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ লোক। সার রিচার্ড টেম্পেল ব্যারনেট পদ প্রাপ্ত হইয়া এই খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তিদিগের শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

—গ্রেসনোবার নামক এক জন ইংরাজ রাজ পুরুষ সম্প্রতি রাঙ্গুনে অনেক গুলি সৈন্য সামন্ত লইয় উপস্থিত হন। ইনি দিন দুই রাঙ্গুনে থাকিয়া চিনাভিমুখে যাত্রা করেন। স্বাধীন ব্রহ্মদেশে ইনি উপস্থিত হন। রাজা তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করেন। রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে এই রূপ কথা প্রথম হয়। শেষে রাজা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করেন। কেন অস্বীকার করেন তাহার কোন কারণ প্রকাশিত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, রাজা গ্রেসনোবার সাহেবকে বিনামা পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে গমন করিতে অনুমতি করেন না। এই নিমিত্ত গ্রেসনোবার সাহেব রাজ দর্শন করিতে পারেন নাই। গ্রেসনোবার সাহেব ইংলণ্ড হইতে আগমন করিয়াছেন। ইনি কি উদ্দেশে এখানে আগমন করিয়াছেন তাহা এখনও কেহ অবগত হইতে পারেন নাই। পার্লিয়ামেণ্টে সার জর্জ্জ কাম্বেল ইহার এদেশে আগমনের কি উদ্দেশ্য তাহা অবগত হইবার অভিলাস ব্যক্ত করেন, কিন্তু সেখানেও ইহা প্রকাশিত হয় নাই। অনেক বিষয় গোপনে সম্পাদন না করিলে রাজকার্য্য সুচারুপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করা যায় না, কিন্তু ডিসরেলির মন্ত্রিত্ব কালে এই গোপন ভাবের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যেরা পর্য্যন্ত ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন। সাধারণের আজ্ঞানুসারে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করার পথ পূর্ব্বে যিনিই প্রদর্শন করুন, বিসমার্ক এই কৌশল বলে সম্প্রতি বিখ্যাত হইয়াছেন। ডিসরেলি এই রাজ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ডিসরেলি ইহাতে এত দূর বাড়াবাড়ি করিয়াছেন যে, অনেকের বিশ্বাস যে তিনি বিসমার্ক অপেক্ষা অধিক চতুর। যখন সুয়েজ খালের অংশ ডিসরেলি অকস্মাৎ ক্রয় করিলেন, তখন ইংলণ্ডের লোক কেন, ইউরোপের সকল লোক চমৎকৃত হইয়া উঠে। মহারাণীকে এম্প্রেস উপাধি প্রদান করিয়া ইনি আবার সকলকে আরো চমৎকৃত করিয়াছেন। এখন যখন যাহার কোন রাজ্য সংক্রান্ত সম্বাদ জ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি ডিসরেলির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন। ডিসরেলি ইচ্ছা করিলেন তাহাকে সে সম্বাদ দিলেন, তাহার ইচ্ছা না হইলে কেহ তাহা অবগত হইতে পারিলেন না। রাজ্যের অবস্থা যত উন্নতিই হউক এটী স্বাভাবিক অবস্থা নহে। যত দিনে রাজ্যে কোন উদ্বেগ কি ভয় প্রবেশ না করে, তত দিন রাজার প্রজার নিকট হইতে কোন বিষয় গোপন করার প্রয়োজন করে না। ইংলণ্ডে প্রজার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আর পূর্ব্বের ন্যায় সৌহৃদ্যতা নাই, অথবা গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বিপদাশঙ্কা করিতেছেন এবং এই নিমিত্ত সকল বিষয় এত সতর্কতার সঙ্গে নির্ব্বাহ করিতেছেন।

—ইংলণ্ডে সংপ্রতি এক উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। কতক গুলি ব্যক্তি গোপনে বিষ পান করাইয়া কুকুর নষ্ট করিতেছে। ইংলণ্ডে কুকুর অতিশয় প্রিয় বস্তু। অনেকে সন্তানের ন্যায় কুকুর স্নেহ ও পালন করেন। সুতরাং কুকুরের এই রূপ বিপদ দেখিয়া অনেকে অতিশয় ভীত হন। তাঁহারা বিষ প্রয়োগকারীদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করেন। কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হন না। শেষে অনেকের সন্দেহ হয় যে, কুকুরে বিষ খাইয়া মরিতেছে না, উহাদের মধ্যে কোন রূপ মড়ক উপস্থিত হইয়াছে। যখন অনেকের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন লণ্ডনের এক খানি সম্বাদ পত্রে এক জন লিখে যে, সে কুকুরকে বিষ প্রয়োগ করিয়া নষ্ট করিতেছে এবং এ রূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবর্ত্ত হওয়ার পোষকতায় সে বলে যে, যখন কুকুরের দংশনে লণ্ডনে বৎসর২ ১৩ জন লোক খেপিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, তখন ইহা যত্নপূর্ব্বক পালন করার প্রয়োজন কি। আবার লণ্ডনে লোক সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা তথাকার জল বায়ু অতিশয় দূষিত হয়, এমত অবস্থায় সেখানে কতক গুলি কুকুর রাখিয়া উহা আরো অস্বাস্থ্যকর করার প্রয়োজন কি। লণ্ডনে সহস্র২ লোক অন্ন ও বস্ত্রাভাবে মরিয়া যাইতেছে। ইহাদের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কুকুরদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করা সম্পূর্ণ গর্হিত কার্য। আমরা একবার গণনা করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডে কুকুরের নিমিত্ত বৎসর যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা প্রাপ্ত হইলে ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক কষ্ট দূর হইত।

—আবার চীনবাসীদের সঙ্গে চীন দেশীয় খৃষ্টানদিগের মহা মারামারি হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টানদিগের প্রায় ৪০০ শত গৃহ ইহারা দাহন করিয়াছে। চিন রাজপুরুষেরা এই গোলোযোগের কথা শুনিয়া সৈন্যের সাহায্য দ্বারা এই উত্তেজিত চিনদিগকে দমন করেন। চিন দেশে খৃষ্টানেরা ক্রমাগত এই রূপ নিষ্পীড়ন সহ্য করিতেছেন এবং এই কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহারা নিজ ধর্ম্ম সেখানে প্রচার করিতেছেন। যে ধর্ম্মের সৃষ্টা ধর্ম্মের নিমিত্ত কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করেন, সে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করা। যখন খৃষ্টান ধর্ম্মের নূতন অবস্থা প্রচারকেরা তখন ইহার নিমিত্ত কি কষ্টই সহ্য করিয়াছেন। এখন যদিচ নাস্তিকতা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে, যাহারা খৃষ্টান তাহাদের মধ্যেও অনেকের আর বাইবেলের উপর দৃঢ় শ্রদ্ধা নাই এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের যাজকদিগের মধ্যেও অতিশয় বিলাস ভোগের বৃদ্ধি হইয়াছে তথাচ খৃষ্টানেরা কত কষ্ট সহ্য করেন। খৃষ্টান ধর্ম্মে ইউরোপীয় জাতিকে যত ধার্ম্মিক না করুক, উহাতে তাহাদিগকে দৃঢ়-সংকল্প করিয়াছে। পিতা কোন উদ্দেশে সফল না হইলে পুত্র তাহাতে প্রবর্ত্ত হন ও পুত্র কৃতকার্য না হইলে পৌত্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এরূপ দৃষ্টান্ত কেবল ইউরোপীয় জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। কামানের মুখ হইতে অগ্নি অজস্র নির্গত হইতেছে, বন্দুকের গুলি মুষলধারায় বর্ষণ হইতেছে, ইহারই মধ্য দিয়া অকুতোভয়ে গমন করিয়া শত্রু বুহে প্রবেশ করার ক্ষমতা ইউরোপীয় জাতি এই খৃষ্ট ধর্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—পাওনিয়ার লিখিয়াছেন যে আমরা পূর্ব্বে যে জনরব শুনি যে খেলাতের খাঁ মেজর সাণ্ডিমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছেন সেটি প্রকৃত সম্বাদ। পূর্ব্বে অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে খাঁর সঙ্গে সহজে নিষ্পত্তি হইবে না কিন্তু এখন বোধ হইতেছে তাহার সঙ্গে আর কোন রূপ গোলোযোগ হইবে না।

প্রেরিত।

বাঙ্গালি দুর্ব্বল কেন ?

এ বিষয়ে নানা লোকের নানা মত। কেহ বলেন বাঙ্গালি জাতি অতি আলস্য প্রিয়। বসিলে উঠিতে চায় না। শুতে পেলেত কথাই নাই। সুন্দর রূপ অঙ্গ চালন না হওয়ায় আহার পরিপাক হয় না; —অজীর্ণ হয় এবং ক্ষুধা মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং শরীর বলিষ্ঠ কি রূপে হইবে? কেহ বলেন বাল্য বিবাহই আমাদের দেশের সকল অমঙ্গলের কারণ। ২০ বৎসরের পূর্ব্বে শরীরের কঙ্কাল পরিপক না হইতেই আমরা ছেলের বাপ হই সুতরাং শরীরে বল সঞ্চার কি রূপে সম্ভব। কেহ বলেন আমরা দুই বেলা মাংস খাই না, শারীরিক দুর্ব্বলতার ইহাও একটি কারণ ইত্যাদি।

প্রাগুক্ত কারণগুলি আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ কি না মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আমরা জিজ্ঞাসা করিব, মনে করুন যদি আমাদের এ সব কারণ না থাকে, তাহা হইলেও আমরা সবলকায় হইতে পারি কি না। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়, নির্ভয় হৃদয়ে বলিতে পারি বাঙ্গালি জাতিকে প্রতি দিন নিয়ম মত অঙ্গ চালনাই শিক্ষা দাও, অধিক বয়সে বিবাহই দাও, আহারের সময় মাংসই খাওয়াও, আর যাই কর, এ জাতি বলিষ্ঠ হইবে না। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চক্ষে জল আইসে, লজ্জাও বোধ হয়। যে দিন সোনার "ভারত" আপন স্বাধীনতা হারাইয়াছে সেই দিন হইতে ভারতবাসী দুর্ব্বল। বিশেষ বাঙ্গালিজাতির পরের পদ সেবা করিয়া যে গতিকে প্রতি দিনের সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার মনে সুখ কোথায়? মনের সুখ শরীর গঠনের সামান্য উপাদান নয়।

জীবনের বসন্ত কালে, পিতা প্রাণাধিক পুত্রকে সংসার ক্ষেত্র দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যাও বৎস, কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ কর। আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি, আর আমাদের পরিশ্রম করা ভাল দেখায় না, করিবারও সামর্থ্য নাই। যাও আমাদের সমস্ত ভার তোমার উপর অর্পিত রহিল। কুসম সুকুমার যুবা সংসার স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। সাঁতার দিতে জানেন না; কেবল বায়ু কর্ত্তৃক যদৃচ্ছাক্রমে নানা স্থানে চালিত হইয়া বেড়ান, কুল পান না। কুল কোথায়? যাহার কুল নাই, তাহার কুল কোথা হইতে পাইবেন? যুবা চীৎকার করিতে লাগিলেন। কেহ শুনিল না, কে শুনিবে? সকলেরই এক দশা, অনেক কষ্টে পরিশেষে যুবা একটা আশ্রয় পাইলেন। তাহাও স্থায়ী নয় কখন আছে কখন নাই। জনরব উঠিল অমুকের পুত্রের কর্ম্ম হইয়াছে। পিতা মাতা শুনিয়া বড় সুখী। প্রতিবাসীগন মাতাকে রত্ন গর্ভা এবং পিতাকে ভাগ্যবান বলিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে পুত্রের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সে সদা হাসি মুখ নাই, সে সোণার বর্ণ নাই, শরীরে মাংস নাই, কণ্ঠার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনের সুখ মন হইতে চির বিদায় লইয়াছে। কি প্রাতে কি সন্ধ্যায় কি অপর সময় এমন সময় দেখিবে না যখন যুবা ভাবনায় কাতর নাই। কি করিয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুর মন রঞ্জন করিব, কি করিয়া চাকরিটী বজায় রাখিব, চাকরিটি যাইলে কি উপায়ে পরিবারদিগের প্রতিপালন করিব, আহা অন্নাভাবে সব মারা পড়িবে, যুবা দিন রাত এই ভাবিয়াই আকুল। আপিসে যাইয়া যদি সামান্য দোষে প্রভুর বিরাগ ভাজন হইয়া থাকেন তবে সে দিন রাত্রে তাঁর নিদ্রা হইবে না। দিনমান ভূতের ন্যায় পরিশ্রম ভাবনায় আহারে অরুচি এবং রাত্রে নিদ্রা নাই এ রূপ অবস্থায় শরীর কয় দিন রয়। ভীমের ন্যায় বলিষ্ঠ পুরুষ ও এক মাসে চির রোগী হন সন্দেহ নাই।

এত বলার পর বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক নাই বাঙ্গালি জাতি দুর্ব্বল কিসে। বাঙ্গালি যদ্দর স্বাধীন ভাবে বিচরণ করুক দেখিতে পাইবেন বাঙ্গালি আর দুর্ব্বল নাই। কিন্তু বাঙ্গালি কি কখনো স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবে?

শ্রীঃ—

মাণিকগঞ্জ সব ডিবিসনের অন্তর্গত কোন এক পল্লি গ্রামের এক জন দুশ্চরিত্র সূত্রধর অপর একটী ইতর শ্রেণীর বিধবা স্ত্রীলোকের প্রেমে আসক্ত হয়। এই দুঃশীল ব্যক্তি বিধবাটীর প্রতি আসক্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার (বিধবার) আত্মীয় স্বজন হতভাগাকে এই প্রকার অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য বারংবার নিষেধ ও ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু কিছুতেই হতভাগা ক্ষান্ত না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসের সহিত তাহার কুঅভিসন্ধি অনুযায়ী অন্যায় পথে চলিতে থাকে, এবং বলিতে থাকে যে, "যে কেহ আমার এই কার্য্যে ব্যাঘাত দিবে, তাহার বড় অমঙ্গল হইবে।" এ স্থলে ইহা বক্তব্য যে, স্ত্রীলোকটী যদি কুলটা না হইত, তবে হতভাগা কখনও এমত গর্হিত কার্য্যে সহসা এত সাহস করিয়া উঠিতে পারিত না। এই বিষয় লইয়া স্ত্রীলোকটীর আত্মীয়ের এবং সূত্রধরের সঙ্গে তুমুল বিরোধ উপস্থিত হইল, এবং মধ্যে মধ্যে মল্লযুদ্ধও হইতে থাকিল; সূত্রধরের পক্ষে, সূত্রধর একক ছিল, সুতরাং অনেক দিনই যুদ্ধে পরাজয় হইয়া তাহার নব-প্রণয়ীর নিকট যাতায়াতের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সূত্রধর বড় নাছোড়বান্দা লোক, এত অপমানের পরও সে কোন প্রকারেই ক্ষান্ত না হইয়া, এক দিবস ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, যদি অদ্যও আমাকে তাহার নিকট যাইতে কেহ বাধা দেয় তবে তাহাকে আমি নিশ্চয় সংহার করিব, অতএব যদি ভাল চাও তবে আজ হইতে আমাকে কিছু বলিও না। স্ত্রীলোকটীর ভ্রাতা সূত্রধরের এই বাক্য শুনিয়া নিতান্ত রাগান্বিত হইয়া সূত্রধরকে গোপনে দৃঢ়রূপে আহত করিবে, এই স্থির করিয়া রাত্রে এক নির্জ্জন স্থানে গোপনে পলাইয়া রহিল, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল যে, সূত্রধর একটী হাতুর হস্তে করিয়া আসিতেছে, ইহা দেখিয়া সে মনে মনে করিল, যে যদি এখন আমি উহাকে আক্রমন করিতে যাই, হয়ত সে আমাকে হাতুর দ্বারায় প্রহার করিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে, সে তখন কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিছু পরে যখন সূত্রধর স্ত্রীলোকটীর ঘরে অন্য কেহ আছে কি না, একটী বৃক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, অমনই একটী লৌহের তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা সূত্রধরের পৃষ্ঠদেশ দেশ হইতে বক্ষঃস্থল অতিক্রম করিয়া বৃক্ষ পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া সে পলাইয়া গেল। বৃক্ষ পর্য্যন্ত ভেদ হওয়াতে রক্তাক্তকলেবর ও বাক্যশূন্য এবং মৃত প্রায় হইয়াও অজ্ঞান অবস্থায় বৃক্ষে আবদ্ধ থাকার দরুন সে দাঁড়াইয়া রহিল। যদি বৃক্ষতে আবদ্ধ না থাকিত হয় ত তখনই ভূমিতে পতিত হইত। এই অবস্থাতে স্ত্রীলোকটীর মাতা আসিয়া দেখিল যে, সূত্রধর বৃক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পুত্র যে তাহাকে এই প্রকার হত প্রায় করিয়াছে তাহা সে কিছুই জানিত না অথবা রাত্রিতে অন্ধকার হওয়াতে তাহার দুরবস্থা কিছুই দেখিয়াছিল না। তাহারও সূত্রধরের প্রতি বিশেষ ক্রোধ ছিল তাহার দুরবস্থা দেখিয়া সেও এক খানা যষ্ঠি দ্বারা হতভাগার মস্তকে প্রবল আঘাত করিল, এই আঘাতেই সূত্রধর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হত্যাকারিগণ ধৃত হইয়াছে, এখন পর্য্যন্তও বিচার হয় নাই, যে বিচার হয় পাঠকগণকে পরে জানাইব।

২। সম্প্রতি বুতনি গ্রামে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষে প্রথমতঃ পিণ্ডাকৃতি হইয়া একটি জড় বাহির হয় উহা একটি মনুষ্য মস্তকরূপে পরিণত হইয়াছে। এই মস্তকটির মনুষ্য মস্তকের বাহ্যাকৃতির ন্যায় নাশিকা, কর্ণ, অপ্রস্ফুটিত চক্ষু সমুদয়ই আছে। এই অপূর্ব্ব পদার্থটি দেখিবার জন্য বুতনি গ্রামে বহু দূর হইতেও অনেকানেক ভদ্র লোক পর্য্যন্তও যাইতেছেন। আমি স্বচক্ষে এই মাথাটি দেখি নাই। কিন্তু যে সকল বিশ্বাসী লোকের নিকট এই বিষয়টি শুনিয়াছি তাহাতে একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারি না। প্রাচীন লোকেরা 'এই বৃক্ষটিতে দেবতা আবির্ভাব হইয়াছে' এই প্রকার বলিয়া থাকেন। বৃক্ষটী নাকি এক জন লোককে স্বপ্ন দেখায়াছে যে, যদি আমাকে অপবিত্র লোকেরা স্পর্শ না করিত তবে আমি মনুষ্যের সমুদয় অবয়ব প্রাপ্ত হইতাম! এই বৃক্ষটীকে অতি যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে।

৩। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার আমাদের মত্ত মালঞ্চগ্রামে খোয়াড়ে পড়িয়া আরও একটি ব্যাঘ্রের মৃত্যু হইয়াছে। কয়েক দিন হইল জায়গির গ্রামে দুইটী ব্যাঘ্র শাবক ধৃত হইয়াছিল; অতি অল্প বয়স্ক শাবক ছিল বলিয়া উভয়টীরই মৃত্যু হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে ব্যাঘ্রের ভয় অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে।

মত্ত মানিকগঞ্জ। বশম্বদ।
৯ই জুন ১৮৭৬। শ্রীয়ঃ—

সব রেজিষ্টারি আফিস।

১৮৭১ সালের ৮ আইনে বিধি আছে পাট্টা কবুলিয়ত প্রভৃতি দলিল ১০০ এক শত টাকার উপর হইলে রেজিষ্টরি করা ব্যতীত আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। তৎকালে জেলা ও সব ডিবিজন ব্যতীত অন্যত্র রেজিষ্টরি আফিস না থাকায় গরিব দুঃখি প্রজাদিগের যাহার পর নাই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এমন অনেক গ্রাম আছে যাহা সব ডিবিজন হইতে ২০। ২১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এক খানি ১০। ১৫ টাকার দলিল রেজিষ্টরি করিতে দলিলের টাকা অপেক্ষা অধিক খরচ পড়িত। কি করে, দলিল আদালতে গ্রাহ্য হইবে না, বিষয় নষ্ট হইবে এই ভয়ে কষ্টে স্রষ্টে দলিল খানি রেজিষ্টরি করিয়া লইতে এক জনের ১০০ শত টাকা কর্জ্জ লইলে ৮০।৮৫ মাত্র ঘরে উঠিত। ক্যাম্বেল সাহেব এই সকল কষ্ট দূর করিবার অভিপ্রায়ে কএকটী থানা লইয়া এক একটী সব রেজিষ্টরি আফিস সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে কুষ্টিয়া সব ডিবিজনের ছয়টি থানায় দুইটী সব রেজেষ্টরি আফিস স্থাপিত হয়, একটী কুষ্টিয়ায় অপরটী কুমারখালিতে। এই দুই সব রেজিষ্টর দ্বারা অত্র সব ডিবিজনের রেজিষ্টরি কার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন হইতেছে। শুনা যাইতেছে দৌলতপুর ও নপাড়া লইয়া আর একটি নূতন সব রেজিষ্টরি আফিস হইতেছে। দৌলতপুরে সব রেজিষ্টর আফিস হইলে কি প্রজা কি জমিদার সকলেরই যার পর নাই অসুবিধা হইবে।

প্রথমতঃ—প্রজাদিগের তিনটী প্রধান অসুবিধা দেখা যাইতেছে। এখানকার প্রজারা অধিকাংশই নিতান্ত গরিব। কুষ্টিয়া সব ডিবিজন থাকায় ফৌজদারি, আদালত বা অন্য কোন সাংসারিক কার্য্য উপলক্ষে আসিয়া লোকে রেজিষ্টরি করিয়া যাইতে পারে, তাহাতে ব্যয়ের অনেক লাঘব হয়। নপাড়ার অধিকাংশ গ্রাম কুষ্টিয়ার অতি নিকট ও রেলওয়ের উভয় পার্শ্বস্থিত, এমন কি ৪। ৫ মাইলের মধ্যে অনায়াসে বাটি হইতে আসিয়া কুষ্টিয়া রেজেষ্টরি কার্য্য সমাধান্তে বাটী যাইতে পারে, অতঃপর দৌলাতপুর আফিস হইলে চাল চিড়া বাঁধিয়া যাইতে হইবে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে অত্র সব ডিবিজনের নপাড়া ও দৌলাতপুর থানার গ্রাম সমূহ জলে প্লাবিত হইয়া যায়, নৌকা ব্যতীত দৌলতপুরে যাইবার উপায়ান্তর নাই, কুষ্টিয়া হইতে রেলওয়ে ও ভাল বাঁধা রাস্তা থাকায় অল্প খরচে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়তঃ—এখানকার জমিদারেরা কিছু নিজে উপস্থিত হইয়া রেজেষ্টরি কার্য্য করেন না আম মোক্তারের দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যাহারা স্ত্রীলোক মোক্তার ব্যতীত তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই এমন কি নিজ বাটীতে রেজেষ্টরি আফিস হইলেও কুষ্টিয়া হইতে আম মোক্তার লইয়া যাইতে হইবে, যেহেতু কুষ্টিয়ার মোক্তারেরাই তাঁহাদের অনেকের আম মোক্তার। অনাহূত খরচ বাহুল্য করিয়া মোক্তারকে তথায় লইয়া যাইতেই হইবে।

এখানকার ব্যবহার মত পাট্টা কবুলতির সমগ্র খরচা পাট্টা গৃহিতাকে দিতে হয়, এতে জমিদার অপেক্ষা প্রজাদিগকে বিশেষ ব্যয় ভার সহ্য করিতে হইবে। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অন্যান্য সব ডিবিজান অপেক্ষা এখানকার চাশি প্রজারা নিতান্ত গরিব, দৌলতপুর সব রেজিষ্টরি আপিস হইলে জমিদার অপেক্ষা প্রজাদিগকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে এইটী গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত ইচ্ছা বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। আম মোক্তার যাহারা আছেন তাঁহারা কিছু এক জনার মোক্তার নন, যে দিন দৌলতপুরে কোন মক্কেলের কার্য্য উপলক্ষে যাইবেন সে দিন কুষ্টিয়ার অন্য মক্কেলের মকর্দ্দমা থাকিলে তাহার উপায় কি হইবে?

কুষ্টিয়া ভিন্ন অন্য স্থানে কিছু ষ্টাম্প বিক্রেতা ও পরামর্শদাতা আইনজ্ঞ উকিল মোক্তার নাই। কোন এক খানি দলিল প্রস্তুত করিতে হইলে কুষ্টিয়ার উকিল ও মোক্তারদিগের নিকট মুসাবিদা উপদেশ গ্রহণ ও ষ্টাম্প ক্রয় জন্য নিশ্চয়ই আসিতে হইবে। এই দলিল কুষ্টিয়ায় রেজেষ্টারি না করা হইয়া দৌলাতপুর গেলে তাহাদিগের কি সুবিধা হইবে? ইহাতে তাহাদিগের অনাহূত ব্যয় শারীরিক কষ্ট ভিন্ন অন্য কিছুই সুবিধা বা লাভ দেখিতেছি না। এই সমস্ত গুলি বিবেচনা করিতে হইলে প্রজা ও জমিদার কাহার কিছু মাত্র সুবিধা নাই। গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশে রেজিষ্টরি আপিস গুলি স্থাপন করিতেছেন তাহার কোন উদ্দেশ্য সফল হইবে না। প্রত্যুত লোকের কষ্ট বৃদ্ধি করা হইবে। এক্ষণে রেজিষ্টার জেনারেল মহোদয়ের নিকট আমাদের সবিনয় প্রার্থনা, কুষ্টিয়া সব রেজিষ্ট্ররের অধীন আমাদের গ্রাম সমুদয় রাখিয়া সুবিধা রক্ষা করেন।

কতিপয় নওপাড়াথানাবাসীপ্রজা।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।—ইনি রেজিষ্টারী করিয়া এক খানি পত্র আমাদিগকে লিখিয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি আর দুই খানি পত্র আমাদিগকে লেখেন, কিন্তু উহার এক খানিরও মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি না, সুতরাং পত্র দুই খানি প্রকাশ করি না। এবারও তিনি আমাদিগকে পূর্ব্বের দুই খানি পত্রের নকল পাঠাইয়া উহা ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারনার্থে আমরা ইহার প্রথম পত্র খানি অবিকল প্রকাশ করিলাম:—"ন্যায় পরায়ণ সম্পাদক মহাশয়, অদ্য আপনকার ও আপনকার হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী পাঠক মহাশয়গণের নিকট উপস্থিত হইলাম। উদ্দেশ্যে এই যে, পৃথিবীতে নানা জাতির নানা প্রকার শত্রুতা ব্যবহার ও রাজা প্রজার বিরোধ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ প্রকার শত্রুতা ব্যবহারকে আপনারা ভাল বলেন? আমার অভিপ্রায়ে অসরল ভাবে ও অঙ্গে বিশেষ প্রকারে মনকষ্ট ও দুঃখ দিয়া যাবজ্জীবন হৃদয় ছেদ করা অপেক্ষা সরল ভাবে এক কালে কুল কাষ্টের অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়া মারা ভাল। আমি আপনাদিগের নিকট কোন কিছু আশা মাত্রও করি না, কিন্তু ভবিষ্যতে আমার মত দরিদ্র ভ্রাতা ও ভগিনীগণের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছি অতএব তাহাদেরের নিমিত্ত যে কর্ত্তব্য হয় করিবেন। আমি এক্ষণে এক জন উদাসীন, আমার নাম মৃগেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, নিবাস মাখালপুর জেলা হুগলি, জাতি ছত্রিয়, মিথিলা দেশবাসী মিতাক্ষরা শাস্ত্রের অধীন। বহুকাল হইল আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই বঙ্গ ভূমিতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।" পত্র প্রেরক আপাততঃ মেমারিতে আছেন।

শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাণ্ডুয়া—বেচারী বিস্তর কষ্ট সহ্য করিয়াছে ও এখন ও করিতেছে এবং সম্ভবতঃ তাহাকে কারাগারে ও যাইতে হইবে। সুতরাং মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন?

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।